১ জানুয়ারি থেকে ‘বোরকা নিষিদ্ধ’ করছে সুইজারল্যান্ড
● ● ● ●
সারে-জমিন

আইএসএফ-সিপিএম জোট নিয়ে কটাক্ষ ফিরহাদের
রূপসী বাংলা

আবার কেন অশান্ত হয়ে উঠছে জম্মু-কাশ্মীর
সম্পাদকীয়

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মহানবী সা.-এর আদর্শ
দাওয়াত

জোড়া অর্ধ শতরানের সুবাদে র‍্যাকিংয়ের শীর্ষ দশে পন্ত
● ● ● ●
খেলতে খেলতে

আপনজন
APONZONE
Bengali Daily
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
৭ নভেম্বর, ২০২৪
২২ কার্তিক ১৪৩১
৪ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 300 ■ Daily APONZONE ■ 7 November 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

অভিষেকেই মমতা পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী, পোস্ট কুনালের

আপনজন ডেস্ক: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনের প্রাককালে রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা নিয়ে উসকে দিলেন কুনাল ঘোষ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে মমতার উত্তরসূরি মুখ্যমন্ত্রী সে কথা রাখঢাক না রেখে সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করলেন কুনাল। কুনাল তার পোস্টে লেখেন, রাত পোহালেই অভিষেকের জন্মদিন। খুব ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, চোখের সমস্যাটা একদম ঠিক হয়ে যাক। কুনাল লেখেন, মমতাদিকে দীর্ঘকাল দেখেছি, এখন অভিষেককেও দেখছি। দ্রুত আরও পরিণত। আবেগের সঙ্গে মিশছে আধুনিক পদ্ধতি, প্রযুক্তি। আরও ধারালো হচ্ছে অভিষেক। সময়ের নিয়মে মমতাদির পর একদিন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবে অভিষেক, তৃণমূল কংগ্রেসের সেনাপতি থেকে যুগান্তরের পতাকায় কান্ডারী। মমতাদির ঘরানার সময়োপযোগী ধারক ও বাহক।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে আবার ডোনাল্ড ট্রাম্প

TRUMP WILL FIX IT
TRUMP
VANCE
MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবারের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে হারিয়ে আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে আরেকটি ইতিহাস গড়েছেন ট্রাম্প। সবচেয়ে বেশি বয়সে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। শুধু প্রেসিডেন্ট পদে নয়, মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের ৩৪ আসন ও নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫ আসনে ভোট হয়। কিছু রাজ্যের গভর্নর ও অঙ্গরাজ্যের আইনসভা নির্বাচনও হয়েছে। নির্বাচনে আগাম ভোট পড়েছিল ৮ কোটি ২০ লাখের বেশি।

ভোট গ্রহণ শেষে যুক্তরাষ্ট্র সময় মঙ্গলবার রাতেই শুরু হয় ভোট গণনা। ফলাফল আসতে শুরু করলে দেখা যায়, বেশির ভাগ রাজ্যে ট্রাম্প এগিয়ে যাচ্ছেন। তার পরও সবার নজর ছিল দোদুল্যমান সাত অঙ্গরাজ্যের ফলাফলের দিকে; কিন্তু গতকাল বুধবার সকালের দিকে স্পষ্ট হতে শুরু করে ট্রাম্পই জয়ী হতে যাচ্ছেন। ট্রাম্প জয় নিয়ে এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে প্রয়োজনীয় ২৭০ ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পাওয়ার আগেই নিজেকে জয়ী ঘোষণা করে স্থানীয় সময় গভীর রাতে বিজয়ী ভাষণ দেন। পরে ফোন করে পরাজয় মেনে নিয়ে ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কমলা হ্যারিস। কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটেরও নিয়ন্ত্রণ ইতিমধ্যে ট্রাম্পের দল রিপাবলিকানদের হাতে চলে এসেছে। গতকাল রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত পাওয়া ফলাফল অনুযায়ী, সিনেটের ১০০ আসনের ৫২টি রিপাবলিকানদের দখলে গেছে। ডেমোক্র্যাটদের ঝুলিতে পড়েছে ৪২টি (এর মধ্যে স্বতন্ত্র সিনেটরও রয়েছেন)। ছয়টির ফল বাকি। প্রতিনিধি পরিষদেও এগিয়ে রয়েছে ট্রাম্পের দল। ২০১ আসনে জয় পেয়েছে রিপাবলিকান পার্টি। জয়ের জন্য প্রয়োজন ২১৮ আসন। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটরা ১৮৩ আসনে জয় পেয়েছে। অন্য ৫১ আসনের ফল রাত পর্যন্ত আসেনি।

২০২০ সালের নির্বাচনে বাইডেনের কাছে হারের পর নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান ও সমর্থকদের উসকে দিয়ে দাঙ্গা বাধিয়ে বিতর্কে জড়ান ট্রাম্প। এ নিয়ে মামলা ও ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার পর মনে করা হচ্ছিল, ট্রাম্পের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার বুঝি শেষ হতে চলল; কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে ট্রাম্প দোর্দণ্ডপ্রতাপে ফিরে এলেন ক্ষমতার মসনদে।

জেতার পর বিজয় ভাষণে ট্রাম্প বলেন, তিনি একটি ‘অসাধারণ বিজয়’ পেয়েছেন। এ সময় তিনি আরো বলেন, এটি হবে আমেরিকার ‘স্বর্ণযুগ’।

রিপাবলিকান পার্টির এই প্রার্থী বলেন, এটি আমেরিকার মানুষের জন্য একটি অসাধারণ বিজয়। যা আমাদের আবার আমেরিকাকে মহান করতে সাহায্য করবে।

ট্রাম্প বলেন, আমি যুদ্ধ শুরু নয়, সব যুদ্ধ বন্ধ করতে যাচ্ছি।

ভাষণে বিশ্বের কোথায় কোথায় যুদ্ধ থামাতে সচেষ্টা হবেন, তা স্পষ্ট করে না বললেও ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের যুদ্ধ প্রসঙ্গে হয়তো তিনি একথা বলেছেন। তবে আশঙ্কার কারণ রয়েছে ইউক্রেনের জন্য।

ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, আমাদের কোনো যুদ্ধ ছিল না, চার বছর আমরা কোনো যুদ্ধে জড়াইনি। কেবল আইএসআইএসকে পরাজিত করেছি।

এর আগে, ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, চাইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গাজা যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন তিনি। যদিও নেতানিয়াহুর সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে ট্রাম্পের।

এদিকে, পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার ফোনে মোদি বলেছেন, আগামী দিনগুলোতে ট্রাম্পের সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে আশাবাদী তিনি। আমেরিকার সিনেট ও প্রতিনিধি নির্বাচনেও রিপাবলিকান দল ভালো করায় ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মোদি। ফোনকলে দুই নেতাই বিশ্ব শান্তির জন্য একসঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ ছাড়া প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি ও মহাকাশসহ অন্যান্য খাতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক শক্তিশালী করার জন্য ট্রাম্পের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার আশা প্রকাশ করেছেন নরেন্দ্র মোদি।

ফের জিতে রেকর্ড রাশিদা তালিব ও ইলহান উমরের

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে পুনঃনির্বাচনে জয়ী হয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির মুসলিম মহিলা সদস্য রাশিদা তালিব এবং ইলহান উমর। এর মধ্যে তালিব চতুর্থ মেয়াদে এবং ইলহান তৃতীয় মেয়াদে জয়ী হয়েছেন। ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত মার্কিন কংগ্রেসের নারী সদস্য রাশিদা তালেব। তিনি ডিয়ারবর্নের বৃহৎ আরব-আমেরিকান সম্প্রদায়ের সমর্থনে মিশিগানের প্রতিনিধি হিসাবে চতুর্থ মেয়াদে জয়ী হয়েছেন। তিনি রিপাবলিকান জেমস হুপারকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন।

আর ইলহান উমর সোমালি আমেরিকান। তিনি মিনেসোটাতে তৃতীয় মেয়াদের জন্য পুনরায় জয়ী হন। তার অধীনস্ত শহরের মধ্যে মিনিয়াপোলিস এবং বেশ কয়েকটি শহরতলিও রয়েছে।

এদিকে, নির্বাচনের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্টে ইলহান উমর তার সমর্থকদের ধন্যবাদ জানান এবং নির্বাচনী প্রচারে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন, আমরা ১ লাখ ১৭ হাজার ৭১৬টি দরজায় কড়া নেড়েছি, ১ লাখ ৮ হাজার ২২৬টি ফোনকল করেছি এবং ১ লাখ ৪৭ হাজার ৩২৩টি বার্তা পাঠিয়েছি। এই বিজয় সেই সব মানুষের জন্য যারা একটি সুন্দর ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় আস্থা রেখেছে। গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে মার্কিন সামরিক সহায়তার কঠোর সমালোচক রাশিদা। উল্লেখ্য, ইলহান ও রাশিদা উভয়ই ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রগতিশীল গ্রুপ ‘দ্য স্কোয়াড’-এর সদস্য। তবে এই গ্রুপের অন্য দুই সদস্য, জামাল ব্যোম্যান ও কোরি বুশ, নিজেদের প্রাথমিক নির্বাচনে পরাজিত হন। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা ইসরায়েলপন্থী সংগঠন আমেরিকান-ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটির (এআইপিএসি)-এর সদস্য। এআইপিএসি মার্কিন নির্বাচনে ফিলিস্তিনপন্থিদের প্রতিরোধে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে।

বুলডোজার চলায় ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: রাস্তা চওড়াকরণ প্রকল্পের জন্য বেআইনিভাবে আবাসিক বাড়ি ভাঙার অভিযোগে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে বুধবার তীব্র ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। ২০১৯ সালে মহারাজগঞ্জ জেলায় যার বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, সেই মনোজ তিবরেওয়াল আকাশের পাঠানো চিঠির অভিযোগের ভিত্তিতে ২০২০ সালে দায়ের করা একটি স্বতঃপ্রণোদিত রিট পিটিশনের শুনানি চলছিল আদালতে। শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ কর্তৃপক্ষের আচরণে গুরুতর অসন্তোষ প্রকাশ করে। প্রধান বিচারপতি বলেন, এভাবে মানুষের বাড়িঘর ভাঙা শুরু হয় কী করে? এটা অনাচার কারও বাড়িতে ঢুকে বিনা নোটিশে ভেঙে ফেলা। বিচারপতি পারদিওয়ালা বলেন, রাতারাতি বুলডোজার দিয়ে বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেওয়া যাবে না। পরিবারকে যদি খালি করার সময় না দেন তাহলে গৃহস্থালির জিনিসপত্রের কী হবে? যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। এরপর সুপ্রিম কোর্ট উত্তরপ্রদেশ সরকার নির্দেশ দেয় আবেদনকারীকে ২৫ লক্ষ টাকা শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চন্ডিপুর মোড় ❑ বিরলাপুর রোড ❑ বজবজ ❑ দঃ ২৪ পরগণা কলকাতা - ৭০০১৩৭
সাফল্যের দ্বিতীয় বছর
BUDGE BUDGE INSTITUTE OF NURSING
EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES
A Project of Amanat Foundation
আর ভিন রাজ্যে নয়!
ছেলেদের নার্সিং স্কুল এখন কলকাতার বজবজে
২০২৪-২৫ বর্ষে GNM কোর্সে ভর্তি চলছে
ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card
যোগাযোগ
☎ 6295 122 937
☎ 9732 589 556
https://bbinursing.com
❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ৩০০ বেড সমৃদ্ধ ইউনিপন হাসপাতাল, আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।
ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ
স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে
সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ 40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন
❖ মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান ❖ ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান ❖ ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

প্রথম নজর

জলাশয়ে মহিলার মৃতদেহ ঘিরে সীমান্তে চাঞ্চল্য

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার ডুংডুঙ্গি এলাকায় জলাশয় থেকে অজ্ঞাত পরিচিত এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার সকালে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় স্থানীয়রা ওই মহিলার মৃতদেহ জলাশয়ে ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। স্থানীয়দের মতে, ভারসাম্যহীন এই মহিলা দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন, এবং সম্ভবত কোনো অজ্ঞাত কারণে এই মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে। খবর পেয়ে চোপড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনা নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

প্রকল্পের টাকা তুলতে গিয়ে নিখোঁজ বধূ

SITALKUCHI POLICE STATION

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: স্ত্রী নিখোঁজের প্রায় পাঁচ দিন কেটে গেল। চিন্তার ভাঁজ বর্মন পরিবারে। ঘটনাটি পশ্চিম শীতলকুচি এলাকার। জানা যায় গত পয়লা নভেম্বর বাড়ি থেকে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা তোলার জন্য শীতলকুচি বাজারে যান খুকি বর্মন নামে বছর ৪৯ এর গৃহবধূ। কিন্তু সেখান থেকে আর বাড়িতে ফেরেনি খুকি। আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী সমস্ত জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও এখনো খোঁজ না মেলায় শীতলকুচি থানার দ্বারস্থ হলেন স্বামী ভবেন্দ্র বর্মন! এই ঘটনায় রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। তবে কি খুকিকে কেউ অপহরণ করেছে! নাকি তার মানসিক সমস্যা হয়েছে, নাকি ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে, তবে কেউ অপহরণ করলেই বা কেন করবে? নানা প্রশ্ন উঠছে। তবে পরিবারের কথায় খুকির কোন মানসিক সমস্যা ছিল না।

ফিডার ক্যানেলের মানুষদের পানীয় জল সঙ্কট মোচনে প্রকল্প

ওয়া পানীয় জল প্রকল্প" এর
শুভ শিলান্যাস
মাননীয় মনিরুল ইসলাম মহাশয় (বিধায়ক, ফরাক্কা)

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা ফিডার ক্যানেলের পশ্চিম পাড়ের মানুষদের দীর্ঘদিনের জল সঙ্কট মেটাতে ফরাক্কায় মেগা প্রজেক্টের শিলান্যাস। প্রায় ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দে পরিস্রুত পানীয় জল প্রকল্পের শিলান্যাস করা হলো বুধবার। এদিন দুপুরে ফরাক্কার বেওয়া এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই শিলান্যাস প্রক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম, সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, সাগরদীঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস, সুতির বিধায়ক ঈমানী বিশ্বাস, ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিলুফা ইয়াসমিন, পিএইচই দপ্তরের আধিকারিক এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত হয়ে থাকা এলাকায় এধরনের মেগা প্রজেক্টে হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবেন বলেই জানিয়েছেন বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বিগত সাড়ে তিন বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে আগামী ছয় মাসের মধ্যে প্রায় ৪০ কোটি টাকার রাস্তা, ড্রেনেজ সহ বিভিন্ন কাজ ফারাক্কার বুকে হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন। জল প্রকল্পের কাজ প্রথমে ৮২ কোটি টাকা ও পরে ধাপে ধাপে ১৫০ কোটি টাকারও বেশি টাকার কাজ রয়েছে বলেও জানান তিনি। ২০২৫ সালেই পরিস্রুত পানীয় জল মিলবে বলে আশ্বস্ত বিধায়ক মনিরুল ইসলাম।

বিকাশ ভবনের সামনে প্রাথমিকে নিয়োগ নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ

অবিলম্বে প্রাথমিকে ৫০ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।
বছর পেরিয়ে বয়স পার, নিয়োগ পাবো কবে আর?
২০২২ প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বুধবার দুপুর ১২ টায় বিকাশ ভবনে ৩০-৪০জন চাকরিপ্রার্থী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি করলেন। যাদের এইবছরেই নিয়োগে অংশগ্রহণ করবার বয়সের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে তাঁদের হয়ে এরা প্রতিনিধিত্ব করলেন। চাকরিপ্রার্থী মোহিত করাতি বলেন, বর্তমান নিয়োগের নিয়ম অনুযায়ী বছরের প্রথম দিন ধরে হিসেব করে জেনারেল প্রার্থী দের ৪০বছর, ওবিসি প্রার্থীদের ৪৩ বছর, এসসি, এসটি প্রার্থীদের ৪৫বছর পর্যন্ত সুযোগ দেওয়া হয় নিয়োগে অংশগ্রহণ করবার জন্যে। আমাদের রাজ্য বহু বছর টেট পরীক্ষা হয়নি তাই এরা সবাই বঞ্চিত রয়েছেন। ২০১৭ সালের প্রাথমিক টেট হবার পরে ২০২২ সালের ১১/১২/২০২২ তারিখ প্রাথমিক টেট পরীক্ষা হয়েছিল। যার রেজাল্ট বেরোয় ১০/২/২০২৩ তারিখে। উত্তীর্ণ হন ১লক্ষ ৫০হাজার ৪৯২ জন। কিন্ত সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী পরবর্তী কালে বিএড ডিগ্রি ও এনআইওএস -এর ১৮মাসের ডিএলএড ডিগ্রি প্রাথমিক শিক্ষকের জন্যে উপযুক্ত নয় বলে বহু প্রার্থী বাদ পড়ে যান। অন্যদিকে হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী ফিজিক্যাল এডুকেশনের ডিগ্রি প্রাপ্ত রাও বাদ পড়ে যান। এদের বাদ দিয়ে বর্তমানে ৫২১৪৯ জন ২০২২এর টেট উত্তীর্ণ ডিএল এড চাকরিপ্রার্থী আছেন নিয়োগের জন্যে উপযুক্ত। এছাড়াও কিছুজন চার বছরের বি এল এড ডিগ্রি প্রাপক ২০২২ টেট উত্তীর্ণ রয়েছেন যারা নিয়োগের জন্যে যোগ্য।

আইএসএফের সঙ্গে জোট করায় সিপিএমকে কটাক্ষ ফিরহাদের

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: হাড়োয়া সব থেকে রেকর্ড ভোটে জিতবে তৃণমূল কংগ্রেস, আমি শুনছি এখানে নাকি আইএসএফ দাঁড়িয়েছে, এদের সমাজের কোন কাজ নেই, সিপিএম কখনও আইএসএফকে ধরে আবার কখনও কংগ্রেসকে ধরে। কি আর বলব পায়ের জোর নেই যাদের তারা আবার জোট করেছে এখানে। এভাবেই হাড়োয়া বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী রবিউল ইসলামের প্রচার সবায় বুধবার একথা বলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, মানুষের কাজ এরা করে না, বাংলার মানুষ তাকিয়ে রয়েছে এই উপনির্বাচনের দিকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে যেভাবে তারা অপমান করেছে বিরোধীরা তার জবাব মানুষ দেবে । বিজেপির কথা কি আর বলবো তারা তো ধর্মের সুড়সুড়ি দেয়। এই লড়াই নরেন্দ্র মোদিকে দেশ থেকে তাড়ানোর লড়াই, তাই সবাইকে এই লড়াইয়ে অংশীদার হতে অনুরোধ করবো, যদি একটি ভোট না দেন তাহলে বুঝব আপনি বিজেপিকে সুবিধা করতে চাইছেন। হাড়োয়ায় উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর হয়ে প্রচারে এসে এমনই করা ভাষায় আক্রমণ করলেন বিরোধীদের কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পাশাপাশি এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বোস, বসিরহাট সংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি, বসিরহাট আই এনটিটিইউসি সভাপতি কৌশিক দত্ত, হাড়োয়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শফিক আহমেদ, তৃণমূলের কৃষক সংগঠনের জেলা সভাপতি তরিকুল আলম বাপি সহ একাধিক বিশিষ্ট জনেরা। উপনির্বাচনে হাড়োয়া বিধানসভা এলাকায় ২৭৯ টা বুথে প্রচারে অনেকখানি এগিয়ে তৃণমূল। বিধানসভা কেন্দ্র হাড়োয়া হলেও এই কেন্দ্রের অধিকাংশটাই পড়ছে বারাসত ২ এবং দেগঙ্গা ব্লকের মধ্যে। ২টি ব্লকই বারাসত সদর মহকুমার অন্তর্গত। প্রয়াত হাজি নুরুল ইসলমের ছেলে, তৃণমূলের প্রার্থী রবিউল ইসলাম বলেন, প্রচারে মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। হাড়োয়ার দু'বারের বিধায়ক হয়ে বাবা এলাকার উন্নয়নে যে কাজ করে গেছেন তাতে আমাকে মানুষ সাদরে গ্রহণ করছেন সব গ্রামেই।

মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে একগুচ্ছ দাবি ও প্রস্তাব পেশ পর্ষদ সভাপতিকে

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করতে পর্ষদে একগুচ্ছ প্রস্তাব দিল পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন । বুধবার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শিক্ষক নুরুল হকের নেতৃত্বে রাজ্যের প্রায় সব জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে কলকাতা সল্টলেকের মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ভবনে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতিকে ১৩ দফা দাবি এবং প্রস্তাব সম্বলিত পত্র প্রদান করা হয়েছে। সারারাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েকশ মাদ্রাসা শিক্ষকরা একাধিক প্রস্তাব এবং বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে পর্ষদে উপস্থিত হয়েছে বলে জানান সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শিক্ষক নুরুল হক। মাদ্রসাগুলিতে শিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো ও আনন্দঘন সুষম শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে এবং মাদ্রাসা শিক্ষার প্রকৃত ঐতিহ্য বজায় রেখে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অন্যতম দাবি এবং প্রস্তাব সমূহের মধ্যে জানানো হয়, '১. NEP ও WBSEP কে মান্যতা দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যকে অক্ষুন্ন রেখে সিলেবাস ও কারিকুলামে ব্যাপক পরিবর্তন করতে হবে । ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর গুরুত্ব বাড়াতে হবে। নতুন নতুন বিষয় নতুন আঙ্গিকে মাদ্রাসা সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস কমিটিকে আরও সক্রিয় ভাবে কাজ করাতে হবে, মেয়াদোত্তীর্ণ মাদ্রাসার পরিচালন সমিতি বছরের পর বছর MC Extension নিয়ে মাদ্রাসায় ভূতুড়ে শিক্ষক নিয়োগ সহ একাধিক অবৈধ ক্রিয়াকলাপে যুক্ত হয়ে মাদ্রাসার শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করছে এবং বর্তমান সরকারকে কালিমালিপ্ত করছে । অবিলম্বে তা বন্ধ করে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন পরিচালন সমিতি গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মী ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বছরে অন্তত একবার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে আন্তঃক্যুইজ, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে, সিলেবাস ও প্রশ্নপত্র পরীক্ষা পদ্ধতি আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে হবে, হাই স্কুল ও হাই মাদ্রাসা থেকে প্রায় দুমাস পিছিয়ে সেমিস্টার পদ্ধতি চলছে, সিনিয়র মাদ্রাসায় অবিলম্বে তা বন্ধ করে সমতা ফিরিয়ে আনতে হবে প্রভৃতি। পর্ষদ সভাপতি আবুতাহের কামরুদ্দিন শিক্ষকদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন। তিনি সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের আশ্বাসও দেন ।

পঞ্চায়েত মন্ত্রী পরিদর্শনে পূর্ব মেদিনীপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোলাঘাট

আপনজন: বুধবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লক সহ একাধিক এলাকা পরিদর্শনে এলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

এইদিন প্রথমে কোলাঘাট ব্লকের বিডিও অফিসের দপ্তরে আসেন,সেখানে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করেন। পরে কোলাঘাট ব্লকের সাগরপাড় অঞ্চল এলাকায়,বাংলা আবাস যোজনায় সম্প্রতি অতি বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক বাড়ি পর্যবেক্ষণে যান। পাশাপাশি এই দিন সাগরবাড় হাইস্কুলে ও বাংলা ফসল বীমা যোজনার একটি ক্যাম্পেও যোগদান করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। মূলত সম্প্রতি অতি বর্ষণ এবং বন্যায় পূর্ব মেদিনীপুরের একাধিক ব্লক এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার মধ্যে অন্যতম কোলাঘাট ও পাঁশকুড়া ব্লক।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কুলপিতে আইএসএফ ছেড়ে তৃণমূলে

নকিব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের সামিল হতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি ব্লকের কুলপি থানার অন্তর্গত রামনগর গাজীপুর এলাকা থেকে কয়েকশ আইসিপির কর্মী সমর্থকরা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিল। মঙ্গলবার দিন সন্ধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের কুলপি কার্যালয় দলীয় পতাকা তুলে দিলেন কুলপির বিধানসভার বিধায়ক যোগ রঞ্জন হালদার। আগামী দিনের এলাকার উন্নয়নের কাজ করার লক্ষ্যে এবং উন্নয়নের সামিল হতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর হাত শক্ত করতে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেছে বলে এমনটাই জানান যোগ দেওয়া আইএসএফ কর্মী সমর্থকরা।

সাগরদিঘিতে ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে সভায় সোচ্চার কামরুজ্জামান

প্রতিবাদ সভা
প্রতিবাদ সমাবেশ
তারিখ- 06 নভেম্বর 2024 রোজ- বুধবার বেলা -১ টায়
সাগরদিঘী, মুর্শিদাবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: ওয়াকফ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কালাকানুন তৈরির বিরুদ্ধে সোচ্চার সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান। ১৯ নভেম্বর ২০২৪ কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের আহবানে মহাসমাবেশের ঘোষণা করেন। বুধবার মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী ঈদগাহ ময়দানে ইমাম মোয়াজ্জিন কাউন্সিল ও গো যুবক যুব ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে কামরুজ্জামান বলেন ওয়াকফ সম্পত্তি হচ্ছে মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থানের সম্পত্তি। দরিদ্র মুসলমানদের কল্যাণে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দানকৃত সম্পত্তি। এই সম্পত্তি মোদি সরকারের দখলের অপচেষ্টা শরীরে এক ফোটা রক্ত থাকতে মেনে নেব না। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন এক দেশ এক আইন হবে !! তাহলে ওয়াকফ সম্পত্তির পরিচালন কমিটিতে দুজন হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকলে দেবত্ব সম্পত্তি তথা মন্দির কমিটিতে দুজন মুসলিম প্রতিনিধি রাখার কথা বলা হচ্ছে না কেন ?? আসলে মোদি সরকার এক দেশের ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা আলাদা আইন ও অনুশাসন চাইছেন। একই সঙ্গে রামগিরি মহারাজ ও নরসিংহনন্দ মহারাজের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অবমাননা করার মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান। এই দুই মহারাজের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানান। এদিন সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইমাম মোয়াজ্জিন কাউন্সিলের সাগরদিঘী ব্লক কমিটির সভাপতি মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, কাজী মহসিন আজিম, মাওলানা নিজামুদ্দিন, শাহীন হোসেন, বদরুল আলম প্রমূখ।

তিন সিভিকের জালে ধরা পড়লেন তিন 'প্রতারক' কাস্টম অফিসার

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

CIVIC VOLUNTEER
CIVIC VOLUNTEER
CIVIC VOLUNTEER

আপনজন: তিন সিভিকের তৎপরতায় ধরা পড়ল কাস্টম স্টিকার লাগানো গাড়ি সহ চালক। প্রাণে রক্ষা পেলেন এক শিশু সহ তিন যাত্রী। সিভিকের জালে গাড়ি আটকে পড়ায় পলাতক ওই গাড়িতে থাকা এক জন প্রতারক কাস্টম অফিসার এবং এক ভুয়ো সেনা জোয়ান।

বুধবার সকাল ১১ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে নলহাটি থানার লোহাপুর বাজারে। রামপুরহাটের বড়জোল গ্রামের অনুপ মন্ডল জানান, তিনি সহ তার স্ত্রী এবং তার শিশু পুত্র সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে মুর্শিদাবাদের জীবন্তি থেকে রামপুরহাট এলাকায় বাড়ি ফেরার সময় বীরভূম মুর্শিদাবাদ সীমান্তবর্তী মোড়গ্রামে বাস ধরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ওই সময় এক ব্যক্তি এসে তাদের কাছে সেনা জোয়ান পরিচয় দিয়ে হিন্দিতে কথাবার্তা বলেন। সেই সঙ্গে তিনিও রামপুরহাট যাওয়ার কথা বলেন। একই সঙ্গে ওই সেনা জোয়ান বলেন তাদের একটি গাড়ি আসছে। যাত্রী সুরক্ষার সাহায্যের জন্য আন্তরিক সৌজন্যতা দেখিয়ে গাড়ীতে চাপিয়ে নেন। কিছুক্ষণ গাড়ী চলার পর ১৪ নং জাতীয় সড়কের নলহাটী ঢোকার আগে গাড়ির ভেতরে ওই যাত্রীদের কাছ থেকে একটি সোনার আংটি,২ হাজার টাকা এবং এটিএম কার্ড সহ কার্ডের পিন নম্বর নিয়ে নলহাটির গোপালপুর পেট্রোল পাম্পের মাঝখানে নামিয়ে দেন। সেখান থেকে তারা গাড়ি ব্যাক করে মোড়গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। সেই সময় উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে প্রতারিত ওই যাত্রী তড়িঘড়ি কলিঠা মোড়ে এক সিভিকে ঘটনার কথা জানান। সেই সিভিক আবার লোহাপুর কাঁটাগড়িয়া মোড়ে সিভিককে জানালে কর্তব্যরত তিন সিভিক শীষ মোহাম্মদ, হুমায়ুন কবির এবং মুরশালিম শেখ তৎপরতার সঙ্গে গাড়িটি ধাওয়া করেন। এক পর্যায়ে লোহাপুর বাজারে গাড়িটি আটক করতে সক্ষম হন। ওই সময় গাড়িতে থাকা কাস্টম অফিসার এবং পরিচয় দেওয়া সেনা জওয়ান দৌড়ে পালিয়ে যান। তবে ওই তিন সিভিকের তৎপরতায় গাড়ি চালক সহ গাড়িটিকে আটক করে। লোহাপুর পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দিলে গাড়িটিকে তারা নিয়ে যান।

৬৩টি রাস্তার সংস্কারের কাজ শুরু শান্তিপুরে

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৩ টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংস্কারের কাজ শুরু করল শান্তিপুর পৌরসভা। ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে শহরের ৬৩ টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংস্কারের কাজ শুরু করল পৌরসভা।

নদীয়ার শান্তিপুরের ঐতিহ্যবাহী ভাঙ্গারাস ও শান্তিপুর সুত্রাগড় অঞ্চলের জগদ্ধাত্রী পুজোর নাম ছড়িয়ে আছে গোটা বাংলা জুড়ে, পরপর এই দুটি উৎসবে জাঁকজমক হয়ে ওঠে গোটা শান্তিপুর, কিন্তু একটানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শহরের একাধিক রাস্তার অবস্থা হয়ে যায় বেহাল, আর দুর্যোগের প্রভাবের জেরে রাস্তাগুলির সংস্কারের কাজ করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু পরপর দুটি উৎসবই প্রায় দৌড় গোড়ায়। এমতো পরিস্থিতিতে শহরকে ঝা চকচকে করতে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন করে সংস্কার হতে চলেছে ৬৩ টি রাস্তা।

সোনারঝুরিতে দুর্ঘটনায় মৃত কলেজ ছাত্রী

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: অবৈধ মাটি ভর্তি ঘাতক ট্রাক্টরের ধাক্কায় প্রাণ গেল স্থানীয় তরুণী স্নেহা চৌধুরী বোলপুর কলেজে স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। স্নেহা চৌধুরীও তাঁর বান্ধবী একসাথে স্কুটিতে করে শ্যাম বাটি থেকে আমার কুটিরের উদ্দেশ্যে যাবার সময় ঘটে দুর্ঘটনা। বেপরোয়া ভাবে মাটি ভর্তির ট্রাক্টর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে স্কুটি চালককে এবং দুর্ঘটনার স্বীকার স্কুটি চালক। বোলপুরে অবৈধ বালি ও মাটি মাফিয়ারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ট্রাক্টর নিয়ে, এগুলো নিয়ন্ত্রণ হওয়া উচিত, দাবি তৃণমূল নানুরে বিধায়কের। শান্তিনিকেতন থানার সোনাঝুরি রাস্তার ঘটনা। রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র সোনাঝুরি। অত্যন্ত ব্যস্ততম একটি রাস্তা। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কোপাই নদীর বালি ও নদীর পাড় কেটে পরিবেশ ধ্বংস করে দিচ্ছে বালি ও মাটি মাফিয়ারা। নিয়ন্ত্রণ নেই পুলিশ প্রশাসনের। এমনই বিস্ফোরক দাবি নানুরের বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝির।

মানিকতলা ফতেহ আলি দরবারে সভা

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: উনবিংশ শতাব্দীর মহান নেতা শাঃ সুফী সম্রাট, আওলাদে রসুল (সঃ) ফার্সি ভাসার মহান কবি কুতুবুল এরশাদ, রসুলে নোমাপীর, সুফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াসী (রঃ) এর ১৩৮ তম ওফাৎ দিবস উপলক্ষে একটি প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই ঐতিহাসিক ইসালে সাওয়াব উপলক্ষে ওয়াসীয়া দরবার শরীফে ফি বছর জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করাহয়। ফুরফুরা শরীফের পীর দাদা হুজুরের পীরসাহেব ছিলেন ফতেহ আলি ওয়ায়েসী হুজুর।হাজী রহিম বরা ওয়াকফ এস্টেট কমিটির পরিচালনায়মন্ত্রী সাধন পান্ডের স্মরনে মহতি রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা প্রদান করা হবে।৫ ও ৬ই ডিসেম্বর দু'দিন ব্যপি সভা পালিত হবে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন পীরজাদা শানাউল্লাহ সিদ্দিকী, সম্পাদক কুতুবউদ্দিন তরফদার, সহ সম্পাদক রজব আলি খান সহ অনেকেই।

টিউশানি থেকে ফেরার পথে ছাত্রীর শ্লীলতাহানি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ফের টিউশানি থেকে ফেরার পথে নবম শ্রেণীর এক আদিবাসী ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল বাঁকুড়ার কোতুলপুরে। নির্যাতিতার পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের হতেই সক্রিয় হয় কোতুলপুর থানার পুলিশ। অভিযোগ দায়েরের ৪৫ মিনিটের মধ্যেই তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবীতে সরব হয়েছে নির্যাতিতার পরিবার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে অন্যান্য দিনের মতোই সাইকেলে চড়ে গ্রামের অন্যান্য বান্ধবীদের সঙ্গে নবম শ্রেণীর এক আদিবাসী ছাত্রী গতকাল সন্ধ্যায় গ্রাম থেকে বেশ কিছুটা দূরে টিউশানি পড়তে যায়। রাত ৮ টা পর্যন্ত টিউশানি চলার কথা। কিন্তু গতকাল স্থানীয় এলাকায় কালী প্রতিমার বিসর্জন থাকায় সাতটা নাগাদ টিউশানি ছুটি দিয়ে দেন টিউশানি শিক্ষক। টিউশানি ছুটি হতেই এক বান্ধবীর সাইকেলে চড়ে নবম শ্রেণীর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। অভিযোগ বাড়িতে ফেরার পথে কালী মন্দিরের সামনে থেকে এক যুবক তাদের অনুসরণ করতে শুরু করে। অন্ধকার জায়গায় আসতেই সাইকেলের কেরিয়ারে বসে থাকা ওই ছাত্রীকে পিছন থেকে জাপটে ধরে চলন্ত সাইকেল থেকে রাস্তায় ফেলে তার শ্লীলতাহানী করে যুবক। ছাত্রীটিকে ধর্ষণের চেষ্টাও করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনা দেখে ছাত্রীর সঙ্গে থাকা অন্যান্য বান্ধবীরা যুবকের দিকে তেড়ে গিয়ে কোনোক্রমে নির্যাতিতাকে উদ্ধার করে ফের টিউশানি শিক্ষকের কাছে ফিরে যায়। টিউশানি শিক্ষকের পাশাপাশি টেলিফোন করে নিজের পরিবারকে গোটা ঘটনা জানায় নির্যাতিতা। কোতুলপুর থানায় হাজির হয়ে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতার পরিবার। এরপর পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে মূল অভিযুক্ত ভাদু সিংকে গ্রেফতার করে ।

প্রথম নজর

সৌদি আরবের আল জাওফ প্রদেশে তুষারপাত

আপনজন ডেস্ক: সত্যিই কি প্রকৃতির খেলা বোঝা যায়? সৌদি আরবের ঊষার মরুপ্রান্তর এবার ঢাকল বরফে। সৌদির উত্তরে রয়েছে আল জাওফ প্রদেশ। আল জাওফের পশ্চিমে রয়েছে জর্ডান। চারদিক রুক্ষ, শুষ্ক। শীতের দিনে এখানে তাপমাত্রার পারদ নামে ঠিকই, তবে তা হিমাঙ্কের নিচে চট করে পৌঁছায় না।

সেই আল জাওফই প্রবল শিলাবৃষ্টির ফলে ঢাকল সাদা চাদরে। এখন সে স্থান দেখলে কেউ ভাবতেও পারবেন না, এটা কোনও মরুপ্রান্তর। রাস্তাঘাট, ঢেউ খেলানো ভূভাগ– যে দিকে চোখ যায় সবটাই সাদা। সৌদি আরবের একটি সংবাদ সংস্থা জানাচ্ছে, প্রবল শিলাবৃষ্টির ফলেই বদলে গেছে আল জাওফের চেনা ছবি। এই নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করছেন অনেকেই। কিন্তু, মরুভূমিতে তুষারপাত! এর সঠিক কারণ বোঝা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে, এই ঘটনা আবহাওয়া বদলের বড়সড় ইঙ্গিত। তবে এ নিয়ে হইচই হলেও মরুভূমিতে তুষারপাত বিরলতম নয়।

আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিতে বেশ কয়েক বার তুষারপাত হয়েছে। সৌদি আরবেও ২০১৬ সালে এক বার তুষারপাত হয়েছিল। সেই সময় প্রবল বৃষ্টির হাত ধরে সৌদি আরবের শাকরা এবং তবুকের বরফের আস্তরণ দেখা গিয়েছিল। আল জাওফের তাপমাত্রাও পৌঁছেছে হিমাঙ্কের নিচে।

তবে আল জাওফের বিস্তীর্ণ এলাকা এ ভাবে বরফে সাদা হয়ে থাকার ছবি আগে দেখা যায়নি। স্বাভাবিক ভাবেই মরুভূমির বুকে তুষারপাতে তাই বাড়তি কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

তবে এ নিয়ে যতই মাতামাতি হোক, সেখানকার আবহাওয়া দফতর এই পরিবর্তন নিয়ে চিন্তিত। পরিবেশে এর কী প্রভাব পড়তে পারে বা আগামী দিনে কী হতে চলেছে, তা নিয়েই ভাবছেন আবহাওয়াবিদেরা।

ট্রাম্পের জয়, ‘ওভাল অফিসে’ বেসিন হাতে ইলন মাস্ক!

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয় নিশ্চিত হতেই নিজের একটা ‘মিম’সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করেছেন মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক। মাস্কের পোস্ট করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, তিনি বেসিন হাতে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে আছেন। ইলন মাস্ক বেশ কিছু দিন ধরেই রিপাবলিকানদের হয়ে প্রচার চালিয়ে আসছিলেন।

ট্রাম্পের জন্য অর্থও ব্যয় করেছেন বিশ্বের অন্যতম ধনী এই ব্যক্তি। বুধবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয় নিশ্চিত হতেই (২৭০ ইলেকটোরাল কলেজ ভোট) এক্সে একটি ‘মিম’ পোস্ট করেন ইলন মাস্ক। এক্সে ইলন মাস্কের পোস্ট করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, তিনি বেসিন হাতে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে আছেন।

এর আগে ইলন মাস্ক যখন এক্স (সাবেক টুইটার) কিনে নিয়েছিলেন, তখনও বেসিন হাতে টুইটারের অফিসে যাওয়ার ছবি পোস্ট করেছিলেন।

এদিকে, নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার প্রাক্কালে বক্তব্য দিতে গিয়ে ইলন মাস্ক ‘নতুন তারকা’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হতে গেলে ৫৩৮টির মধ্যে ইলেকটোরাল কলেজের ২৭০টি ভোট দরকার পড়ে। সেই ম্যাজিক ফিগার ছাড়িয়ে ২৭৯ ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পেয়ে ৪৭তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচনে বিজয়ী হলেন ট্রাম্প।

অন্যদিকে, প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস পেয়েছেন ২২৩ ইলেকটোরাল কলেজ ভোট।

১ জানুয়ারি থেকে ‘বোরকা নিষিদ্ধ’ করছে সুইজারল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: সুইজারল্যান্ড আগামী বছরের ১ জানুয়ারি থেকে বোরকার ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হতে যাচ্ছে। দেশটির সরকারের বরাত দিয়ে বুধবার এই খবর জানিয়েছে রয়টার্স।

বোরকাসহ মুখ ঢেকে রাখে এমন পোশাকের ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হবে। যদিও এই আইনের নিন্দা জানিয়েছে কয়েকটি মুসলিম সংগঠন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২১ সালে সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এক গণভোটে বোরকা পরিধানের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে দেশটির জনগণ। পরে দেশটিতে বোরকার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আইন পাস করা হয়। এর আগে ২০০৯ সালে দেশটিতে নতুন কোনো মিনার নির্মাণের ওপরও একই প্রক্রিয়ায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল।

সুইজারল্যান্ডের গভর্নিং ফেডারেল কাউন্সিলের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কেউ এই আইন লঙ্ঘন করলে ১ হাজার সুইস ফ্রাঙ্ক জরিমানা করা হবে। বাংলাদেশি মুদ্রার মান অনুযায়ী যা ১ লাখ ৩৬ হাজার টাকারও বেশি।

সুইস সরকার আরো জানিয়েছে, বোরকার ওপর নিষেধাজ্ঞাটি প্লেন কিংবা কোনো কূটনৈতিক এবং কনস্যুলার প্রাঙ্গণে প্রযোজ্য হবে না। উপাসনালয় এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানগুলোতেও কেউ চাইলে মুখ ঢেকে রাখতে পারবেন।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে–স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, দেশীয় রীতিনীতি বা আবহাওয়ার কারণে মুখের ওপর কোনো আবরণ ব্যবহার অনুমোদিত থাকবে শুধু। শৈল্পিক উপস্থাপন এবং বিনোদন ও বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও এটির অনুমতি দেয়া হবে। পাশাপাশি মতো প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সমাবেশে ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য কেউ চাইলে অনুমতি সাপেক্ষে মুখ ঢেকে রাখতে পারবেন।

১৩২ বছরের ইতিহাস ভাঙলেন ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: আমেরিকার ১৩২ বছরের রেকর্ড ভেঙে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে এক মেয়াদের বিরতিতে দ্বিতীয়বারের মতো দোর্দণ্ড প্রতাপে হোয়াইট হাউসের মসনদে ফিরলেন রিপাবলিকান দলীয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচনের আগের জনমত জরিপের সব হিসেব-নিকাশ উল্টে দিয়ে মঙ্গলবার মার্কিনিরা আরেকবার বেছে নিলেন সাবেক এই প্রেসিডেন্টকে। এর মধ্য দিয়ে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর কমলা হ্যারিসের উত্থানের আশায় গুঁড়েবালি দেখল বিশ্ব; আর শীর্ষ ক্ষমতাধর দেশটিতে নতুন ইতিহাস গড়লেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি এমন কীর্তি গড়েছেন, যা তার আগে সম্ভব করতে পেরেছিলেন মাত্র একজন।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ডোনাল্ড ট্রাম্পই দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য নির্বাচনে গিয়ে পরাজিত হওয়ার পর ফের নির্বাচনে লড়ে প্রেসিডেন্ট পদে জয় পেয়েছেন।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে মাত্র একজনের ঝুলিতেই ছিলো এমন কৃতিত্ব। তার নাম গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের অন্যতম জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট ক্লিভল্যান্ড প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচনে গিয়ে পরাজিত হওয়ার পর ফের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করে বিজয়ী হয়েছিলেন।

এ বিষয়ে উইলিয়াম পিটারসন ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক লুইস পিকোনে বলেন, গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প দুইজনই অনন্য। এই দুই সাবেক প্রেসিডেন্টই, পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট হওয়ার লড়াইয়ে পরাজিত হওয়ার পরও, ফের বিজয়ী হয়েছেন।

তবে সাফল্য না পেলেও আমেরিকার ইতিহাসে আরো বেশ কয়েকজন প্রেসিডেন্টও, পরাজিত হওয়ার পরও ফের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তবে ট্রাম্প বা ক্লিভল্যান্ডের মতো ভাগ্য সহায় হয়নি তাদের।

সাবেক প্রেসিডেন্ট হিসেবে মার্টিন ভ্যান বুরেন ১৮৪৪ এবং ১৮৪৮ সালে এবং মিলার্ড ফিলমোর ১৮৫৬ সালের নির্বাচন অংশগ্রহণ করলেও জয়লাভে অসমর্থ হন তারা। তবে এই দু’জনই অবশ্য তাদের সময়ে খুব একটা জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ছিলেন না।

অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জনপ্রিয়তা পাওয়া সত্ত্বেও একই চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন ইউলিসেস এস গ্রান্ট, টেডি রুজভেল্ট। ইউলিসেস গ্রান্ট ১৮৮০ সালে এবং ১৯১২ সালে টেডি রুজভেল্ট এই চেষ্টা করলেও তারা ব্যর্থ হন।

তবে ট্রাম্পের আগে শুধুমাত্র ক্লিভল্যান্ডই এই অসাধ্য সাধনে সমর্থ হন এবং প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর পরাজিত হয়েও ফের হোয়াইট হাউজ পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন।

নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট রাজনীতিক গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড ১৮৮৪ সালের নির্বাচনে জয়ী হলেও ১৮৮৮ সালের নির্বাচনে ইলেক্টোরাল কলেজ ভোটে বেনজামিন হ্যারিসনের কাছে হেরে যান। অবশ্য জনপ্রিয় (পপুলার) ভোটে তিনিই বিজয়ী হয়েছিলেন। তবে হেরে গেলেও দমে যাননি ক্লিভল্যান্ড, ১৮৯২ সালের নির্বাচনে বেনজামিন হ্যারিসনকে হারিয়েই ফের হোয়াইট হাউজ দখল করেন তিনি।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীতে রাজনৈতিক জীবনে ফিরে এসে অন্যান্য পদে দায়িত্ব পালন করেছেন, এমন ইতিহাসও রয়েছে। সাবেক প্রেসিডেন্টদের মধ্যে জেমস ম্যাডিসন এবং জেমস মুনরো উভয়ই ১৮২৯-১৮৩০ সালের ভার্জিনিয়ার কনস্টিটিউশনাল কনভেনশনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সাবেক প্রেসিডেন্টদের মধ্যে পরবর্তীতে কংগ্রেস নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হওয়ার রেকর্ড রয়েছে শুধুমাত্র জন কুইনসি অ্যাডামের। অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের কাছে পরাজিত হওয়ার দুই বছর পর তিনি মার্কিন কংগ্রেসে নির্বাচন করেন এবং নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে ১৮৩১ থেকে ১৮৪৮ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

অন্যদের মধ্যে সাবেক প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জনসনেরও অবশ্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর মার্কিন পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশ নেয়ার রেকর্ড রয়েছে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় ১৮৬৮ সালে প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইমপিচমেন্টের শিকার হওয়ার পরও ১৮৭৫ সালে নিজ রাজ্য টেনেসি থেকে সিনেট নির্বাচনে জয়লাভ করেন অ্যান্ড্রু জনসন।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্যালান্টকে বরখাস্ত করলেন

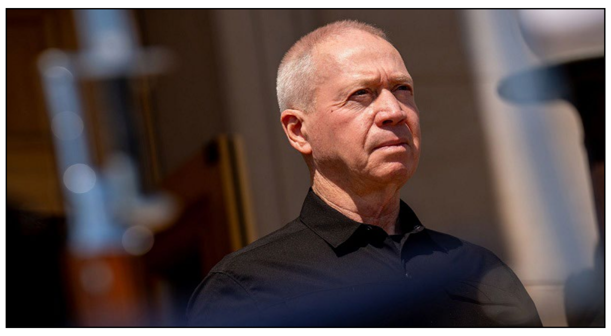

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টকে বরখাস্ত করেছেন। গ্যালান্ট ইসরায়েলের গাজা যুদ্ধ নিয়ে নেতানিয়াহুর নীতির সমালোচনা করে যুদ্ধের লক্ষ্য পুনর্নির্ধারণের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে ইয়োভ গ্যালান্টের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইসরায়েল কাটজকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

এদিকে ইয়োভ গ্যালান্টের বরখাস্তের প্রতিবাদে ইসরায়েলের তেল আবিব শহরে শত শত মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে বলে মত বিশ্লেষকদের।

নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ ‘বুলডোজার’ হিসেবে পরিচিত। কাটজ বরাবরই প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত। নিয়োগ পাওয়ার পর ইসরায়েলের শত্রুদের পরাজিত করার অঙ্গীকার করেছেন।

২০০৩ সাল থেকে ইসরায়েলের মন্ত্রিসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করা কাটজ, পূর্বে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে গাজা যুদ্ধের বিরোধীতাকারী বিশ্ব নেতাদের কড়া সমালোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থার (ইউএনআরডব্লিউএ) বিরোধিতায় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নেটফ্লিক্সের অফিসে তল্লাশি

আপনজন ডেস্ক: জালিয়াতির তদন্তে প্যারিস ও আমস্টারডামে নেটফ্লিক্সের অফিসে পুলিশের তল্লাশি হয়েছে। ডাচ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা ফরাসি কর্তৃপক্ষের অনুরোধে এই কাজ করেছে। মঙ্গলবার তদন্তকারীরা ফ্রান্স ও ডেনমার্কের এই দুই শহরে নেটফ্লিক্সের অফিসে তল্লাশি চালান। তারা জালিয়াতির অভিযোগের তদন্ত করছেন।

সংবাদসংস্থা এএফপিকে এক সূত্র জানিয়েছে, ২০২২ সালের নভেম্বরে বিপুল পরিমাণ কর ফাঁকির অভিযোগের তদন্ত করছে পুলিশ। সেই সূত্রেই এই তল্লাশি। প্যারিসে তদন্তকারীদের সঙ্গে আছেন আর্থিক ও দুর্নীতির তদন্তে বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তারা।

ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানাবেন না পুতিন

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন বিশ্বনেতারা। তবে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এমন কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছে ক্রেমলিন। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বুধবার বলেন, রাশিয়া সতর্কতার সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তথ্য পর্যবেক্ষণ করছে। ‘সুনির্দিষ্ট বক্তব্য ও উদ্যোগ’ না দেখা পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন করার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ বিষয়ে দিমিত্রি পেসকভ আরও বলেন, ভুলে গেলে চলবে না যে আমরা একটি ‘অবন্ধুসুলভ’ দেশের কথা বলছি, যেই দেশ আমাদের দেশের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে রয়েছে। মঙ্গলবারের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে হারিয়ে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ২৭০ ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পেয়েছেন তিনি। ট্রাম্প হতে যাচ্ছেন সবচেয়ে বেশি বয়সে নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তার বয়স এখন ৭৮ বছর। এর আগে জো বাইডেন ৭৭ বছর বয়সে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। শুধু তা–ই নয়, ডোনাল্ড ট্রাম্প হলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত। ট্রাম্পের জয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি, ন্যাটোর সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুতে, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, চেক রিপাবলিকের প্রধানমন্ত্রী পেত্র ফিয়ালা। এ ছাড়াও যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কেইর স্টারমার। হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবান, জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ, স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ, আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সিমন হ্যারিস তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন দের লিয়েন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, আর্জেন্টিনার প্রধানমন্ত্রী জাভিয়ের মিলেই, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানেজ, ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফারডিনান্ড মার্কোস জুনিয়রও তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০১মি.

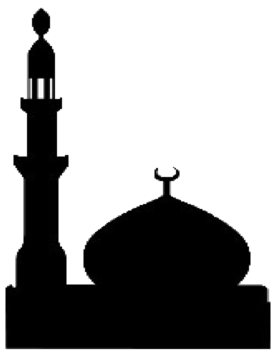

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২২	৫.৪৫
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.২০	
মাগরিব	৫.০১	
এশা	৬.১৩	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

সুইডেনে কোরান পোড়ানোর দায়ে রাসমুস পালুদানের জেল

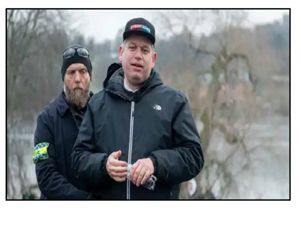

আপনজন ডেস্ক: ২০২২ সালে কোরান পুড়িয়েছিল সুইডেনের অতি দক্ষিণপন্থি রাসমুস পালুদান। আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে জেলে পাঠিয়েছে।

২০২২ সালে সুইডেনের এই ঘটনা গোটা বিশ্বজুড়ে চাঞ্চল্য ফেলে দিয়েছিল। সেখানে অতি দক্ষিণপন্থি রামুস পালুদান মুসলিমদের বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় কোরান পুড়িয়েছিল। যার জেরে বিশ্বের বহু দেশে প্রতিবাদ করেছিলেন মুসলিম মানুষেরা। সুইডেনকে কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও এই ঘটনার প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। তুরস্ক সরাসরি এর বিরোধিতা করেছিল কূটনৈতিক মঞ্চে। প্রশ্ন উঠেছিল সুইডেনের মতো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে আদৌ কি শাস্তি হবে ওই ব্যক্তির?

মঙ্গলবার সুইডেনের একটি আদালতে মামলাটির শুনানি হয়। বিচারক জানান, প্রকাশ্যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরোধিতা করা যায়। সুইডেনের আইন তার সুযোগ দেয়। কিন্তু বিরোধিতা করারও একটি সীমা আছে। এই ঘটনায় সেই সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে। যা ঘটানো হয়েছে, তাতে সরাসরি মুসলিম মানুষদের ভাবাবেগে আঘাত করা হয়েছে। যা আইনসম্মত নয়।

সুইডেনের আদালত তাকে জেলে পাঠানোর ঘোষণা করেছে। শাস্তি শোনার পর অপরাধী ওই ব্যক্তি মুখ খুলেছেন। পেশাগতভাবে সে একজন আইনজীবী। তার বক্তব্য, ‘‘আদালতের রায়ে আমি বিস্মিত নই। উচ্চ আদালতে আপিল করবো।’’

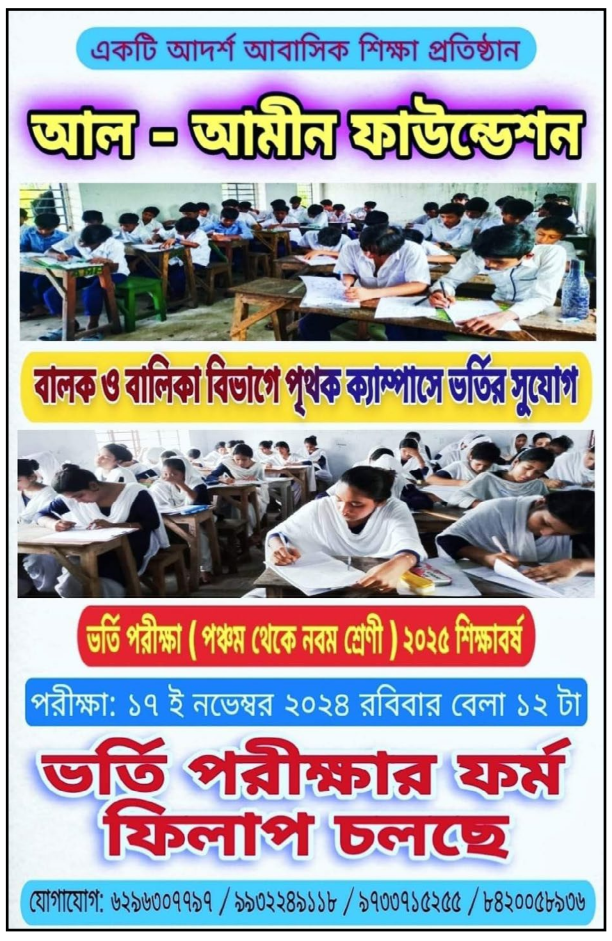

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আল - আমীন ফাউন্ডেশন
বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ
ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
পরীক্ষা: ১৭ ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার বেলা ১২ টা
ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে
যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯৩৬

WEST BENGAL M.S.K. STAFF ASSOCIATION
Govt. Regd. No. - S/IL-67985/2010
ডক্টর আব্দুস সাত্তার সাহেব
ওয়েস্ট বেঙ্গল এম এস কে স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন
(রাজ্য সরকার অনুমোদিত এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত এম এস কে ও এস এস কে প্রতিষ্ঠান সমূহে কর্মরত স্টাফদের সম্মিলিত এবং সরকারি রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত সংগঠন)
প্রাক্তন সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর আব্দুস সাত্তার সাহেবকে সংখ্যালঘু বিষয়ক মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মনোনীত করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে সাংগঠনিক অভিনন্দন এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহাশয় কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম।
ওয়েস্ট বেঙ্গল এম,এস,কে-স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে
ফিরোজ উদ্দিন মোহাম্মদ শফি
(সভাপতি : রাজ্য কমিটি)

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩০০ সংখ্যা, ২২ কার্তিক ১৪৩১, ৪ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

ভাবিয়া করিয়ো কাজ

পৃথিবীর প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীরা যুগে যুগে বলিয়া গিয়াছেন—নির্বোধ থাকিয়ো না। চিন্তা করো। নিজের ভিতরে খুঁড়িয়া দেখো—কে তুমি? বিশ্লেষণ করো নিজেকে। মূলে যাও, উৎস যাও। পরিস্থিতির ওজন না বুঝিয়া যাহা খুশি বলিয়ো না। যাহা কিছু চাহিয়ো না। চিন্তা করো। ভাবো, আরও আরও ভাবো। গভীরভাবে আত্মবিশ্লেষণ করো। পরিস্থিতিকে সন্ধিবিচ্ছেদ করো। বুঝিয়া দেখো—যাহা চাহিতেছ, তাহা কেন চাহিতেছ? কেবল চাহিতে হইবে বলিয়া কি চাহিতেছ? যাহা করিতেছ, তাহা কি ঠিক করিতেছ? এই সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া তাহার পর পদক্ষেপ ফেলো। নইলে পদচ্যুতি ঘটিবে, পতন ঘটিবে। গর্তে পড়িবার পূর্বে বরং ভাবিয়া করিয়ো কাজ, করিয়া ভাবিয়ো না।

ইহা অতি সহজ কথা। আবার ইহাই অতি কঠিন কথা। অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া হয়তো পাইপলাইনে থাকিবার জন্য লম্ফ দিয়া পাইপের মধ্যে অনেকে ঢুকিয়া পড়িতে চাহেন। কিন্তু প্রয়োজন না থাকিলেও যদি কেহ পাইপলাইনে ঢুকিয়া পড়েন, তবে তিনি সেই পাইপলাইনে জ্যাম তৈরি করেন। সমস্যা তৈরি করেন। বিশৃঙ্খলা তৈরি করেন। সুতরাং মনীষীদের কথা নিভৃতে চোখ বন্ধ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বারবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কেন মনীষীরা বলিয়াছেন নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে? কেন নিজের ওজন বুঝিয়া লইতে বলিয়াছেন? কেন বলিয়াছেন—ভাবো, গভীরভাবে আত্মবিশ্লেষণ করো? কেন কেন কেন? কারণ, চিন্তা না করিতে পারিলে, নিজেকে এবং নিজের ওজন না জানিতে পারিলে বিপদে পড়িতেই হইবে। সুতরাং বিপদে যাহাতে না পড়িতে হয়, সেই জন্যই চিন্তা করিয়া পা ফেলিতে হইবে। সেই জন্যই কোনো কাজ করিবার পূর্বে গভীরভাবে ভাবিতে হইবে।

কিন্তু সকলের কি ভাবিবার ক্ষমতা থাকে? থাকে না। আসলে বেশির ভাগ মানুষই খুব বেশি 'চিন্তা' করিবার ধীশক্তি রাখেই না। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে খুব কম মানুষের। এই জন্যই দার্শনিক ভলতেয়ার বলিয়াছেন—'একজন মানুষকে উত্তরের চাইতে তাহার প্রশ্ন দ্বারা বিচার করো।' কারণ প্রশ্ন করিতে হইলে চিন্তাভাবনা করিতে হয়। চিন্তাভাবনা করা তো এত সহজ নহে। সেই পরিসংখ্যান তুলিয়া ধরিয়াছেন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন। তিনি মনে করিতেন—'৫ শতাংশ মানুষ চিন্তা করিতে পারেন। ১০ শতাংশ মানুষ মনে করেন যে, তাহারা চিন্তাভাবনা করিবার ক্ষমতা রাখেন। অন্যদিকে ৮৫ শতাংশ মানুষ যেন পণ করিয়াছে তাহারা বরং মারা যাইবেন তবু কষ্ট করিয়া চিন্তাভাবনার ধার ধারিবেন না।' সম্ভবত এই সিংহভাগ মানুষের মনের কথা পড়িতে পারিয়াছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর চীনা দার্শনিক লাইওস। তিনি বলিয়াছেন—'অত চিন্তাভাবনার কী আছে? চিন্তা বন্ধ করুন, দেখিবেন আপনার সমস্যাগুলিও উধাও হইয়া গিয়াছে।' কথাটি তিনি ব্যঙ্গার্থে বলিয়াছিলেন। কারণ আমরা 'চিন্তা' করিতে পারি বলেই আমাদের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং—চিন্তা না করিতে পারিলে নিজের অস্তিত্ব লইয়াই টানাটানি পড়িবে।

কিন্তু যাহারা টমাস আলভা এডিসনের ভাবনা অনুযায়ী চিন্তা করিতেই ভয় পায়—তাহাদের কী হইবে? তাহারা আসলে অবোধ শিশু। যেই শিশু জানে না—আগুনের শিখায় হাত দিলে হাত পুড়িবে—সে তো আগুনের উজ্জ্বল জ্যোতি দেখিয়া তাহা ধরিতে ব্যাকুল হইবেই। হাত না পোড়া পর্যন্ত সেই শিশুকে কিছুতেই সেই আগুনের আকর্ষণ হইতে রোখা যাইবে না। আবার কেহ কেহ আছেন যাহারা অভ্যাস-দোষে আক্রান্ত। সেই যে প্রবাদে বলা হইয়াছে—'অভ্যাস দোষ না ছাড়ে চোরে,/ শূন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে।' সুতরাং নিজেকে চিনিতে হইবে। বুঝিতে হইবে নিজের ওজন। আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দূর করিতে হইবে অভ্যাস-দোষ। কাজ করিতে হইবে বুঝিয়া এবং ভাবিয়া। না বুঝিয়া পা ফেলিলে কখনো না কখনো পদচ্যুতি ঘটিবেই।

• • • • • • • • • • • •

আবার কেন অশান্ত হয়ে উঠছে জম্মু-কাশ্মীর

ভোটের আগে ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরে শান্তি ফিরিয়ে আনার দাবিতে যারা মুখর ছিল, সেই শাসক দল বিজেপির কপালের রেখা আবার গাঢ় হতে শুরু করেছে। ভোটের পর নতুন সরকার গঠনের সময় থেকে নতুন করে শুরু হয়েছে জঙ্গি তৎপরতা। হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে চলেছে নতুন করে। তাতে প্রাণহানি ঘটছে। রক্ত ঝরছে। হঠাৎ কেন এই চোরাগোপ্তা আক্রমণ বৃদ্ধি, তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। প্রশ্ন উঠেছে, অতি দ্রুত জম্মু-কাশ্মীর কি ফিরে যাচ্ছে সেই আগের অনিশ্চিত দিনগুলোয়? লিখেছেন **সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়...**

ভোটের আগে জম্মু-কাশ্মীরে শান্তি ফিরিয়ে আনার দাবিতে যারা মুখর ছিল, সেই শাসক দল বিজেপির কপালের রেখা আবার গাঢ় হতে শুরু করেছে। ভোটের পর নতুন সরকার গঠনের সময় থেকে নতুন করে শুরু হয়েছে জঙ্গি তৎপরতা। হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে চলেছে নতুন করে। তাতে প্রাণহানি ঘটছে। রক্ত ঝরছে। হঠাৎ কেন এই চোরাগোপ্তা আক্রমণ বৃদ্ধি, তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। প্রশ্ন উঠেছে, অতি দ্রুত জম্মু-কাশ্মীর কি ফিরে যাচ্ছে সেই আগের অনিশ্চিত দিনগুলোয়?

দীর্ঘ ১০ বছর পর ভূস্বর্গে বিধানসভার ভোট হয়েছে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনায়। তিন দফার ভোট পর্ব শেষ হয় ১ অক্টোবর। ভোটের আগে এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হয়ে উঠেছিল শান্তির নিকেতন। ৪ অক্টোবর গণনা শেষে জয়ী হয় ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি)। ১৬ অক্টোবর আরও একবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন উমর আবদুল্লাহ্। তার পর থেকে গত রোববার পর্যন্ত ১৯ দিনে ১০টি সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে। মারা গেছেন ও জখম হয়েছেন একাধিক সেনাসদস্য, সাধারণ মানুষ, পরিচিত চিকিৎসক, পরিযায়ী শ্রমিক ও জঙ্গি। কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন যে শ্রীনগরকে জঙ্গিমুক্ত বলে দাবি করেছিল, সেই শ্রীনগরের ব্যস্ততম এলাকা ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টারের সামনে গত রোববার গ্রেনেড হামলায় ১০ জন আহত হন। আচমকাই ফিরে এসেছে ভয়ের বাতাবরণ। সেই সঙ্গে সন্দেহও। রাজনৈতিক স্তরে প্রশ্ন উঠে গেছে, নতুন নির্বাচিত সরকারকে নড়বড়ে করা, অস্থিতিশীল করে তোলা আচমকা এই সব সন্ত্রাসী হানার উদ্দেশ্য কি না। সে জন্য চক্রান্ত শুরু হয়েছে কি না।

সন্দেহ শুধু সন্দেহের স্তরেই থাকেনি, প্রকাশ্যে সেই সন্দেহ প্রকাশও করে ফেলেছেন উমরের পিতা এনসির সভাপতি ফারুক আবদুল্লাহ। গত শনিবার শ্রীনগর ও অনন্তনাগ জেলায় দুটি পৃথক ঘটনায় লস্কর-এ-তইবার এক কমান্ডারের মৃত্যু ও চারজন নিরাপত্তারক্ষীর আহত হওয়ার ঘটনার পর ফারুক আবদুল্লাহ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, এই সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গিয়ানা বেড়ে গেল। কেন? কেন পরপর এত ঘটনা ঘটছে? অবশ্যই এর তদন্ত হওয়া দরকার। তিনি বলেন, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, যারা এই সরকারকে থিতু হতে দিতে চায় না, তারা এই সব কাণ্ড হচ্ছে। সন্ত্রাসীরা ধরা পড়লে জানা যেত কারা এসব করাচ্ছে। কোনো এজেন্সি উমর আবদুল্লাহ সরকারকে অস্থিতিশীল করতে চাইছে কি না। এর তদন্ত করে দেখা দরকার।'

ফারুক আবদুল্লাহ কারও নাম করেননি। কিন্তু বিজেপি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে। দলের জম্মু-কাশ্মীর সভাপতি রবীন্দ্র রায়না বলেন, 'তদন্তের কী আছে? সবাই জানে কারা এই সন্ত্রাসবাদের হোতা। পাকিস্তান এই অপকর্ম করে আসছে। তাদের বাধা দিচ্ছে আমাদের সেনা ও পুলিশ। প্রত্যেকের উচিত সেনা, পুলিশ ও অন্য নিরাপত্তারক্ষীদের সমর্থন করা।'

বিজেপির আরেক নেতা কবীন্দ্র গুপ্ত সরাসরি ফারুকের সমালোচনা করে বলেন, তাঁর মতো মানুষের এমন সন্দেহ করা উচিত নয়। এমন কথাও বলা উচিত নয়। উমরের সরকারকে কেউ অপদস্থ বা দুর্বল করতে চাইছে না। সীমান্তপার থেকেই এই সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে, সবার তা জানা। ফারুক অবশ্য একা নন, তাঁর নির্বাচনী শরিক ও ইন্ডিয়া জোটের সদস্য কংগ্রেসও একই ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করেছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তারিক হামিদ কাররাও ফারুকের সুরে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'যা ঘটছে তা খুবই উদ্বেগের বিষয়। ঘটনা ঘটার সময়টা সন্দেহ জাগাচ্ছে। নির্বাচন খুবই শান্তি কেটেছে। নির্বিঘ্নে সবাই প্রচার করেছে। কোথাও কিছু ঘটেনি। অথচ ভোটের পর সরকার গঠনের পর থেকেই শুরু হয়ে গেল তাণ্ডব? আশ্চর্য এটাই!'

জম্মু-কাশ্মীরের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এবারের ভোটের প্রধান বিষয় ছিল দ্রুত রাজ্যের মর্যাদা ফেরানো। তাদের প্রত্যাশা ছিল ভোটের আগেই সেই প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় সরকার পালন করবে। কিন্তু তা হয়নি। সরকার গঠনের পর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে রাজ্যের মর্যাদা ফেরানো নিয়ে এক সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। দিল্লি এসে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করে উমর আবদুল্লাহ্ও ওই দাবি জানিয়ে গেছেন। যদিও কবে সেই দাবি মানা হবে, কবে কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে এখনো কিছু জানায়নি। সরকারি ভাষ্য, উপযুক্ত সময়েই তা করা হবে। সেই সময় কবে আসবে অজানা। তবে জম্মু-কাশ্মীরের ভারপ্রাপ্ত বিজেপির নেতা রাম মাধব ভোটের পর এক সাক্ষাৎকারে এই বিষয়ে কিছুটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংসদেই সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালিত হবে। তবে দেখতে হবে জম্মু-কাশ্মীরে যেন সেই সব ভয়ংকর দিন আবার ফিরে না আসে।

ওই মন্তব্য এবং শান্তিপূর্ণ ভোটের পর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আবার অশান্ত হয়ে ওঠার মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি? সেটাই কি রাজ্যের রাজনৈতিক নেতাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টির কারণ? তাই চক্রান্ত তত্ত্বের অবতারণা? এত দিন মোটামুটি শান্ত থাকার পর হুট করে সন্ত্রাসী হানা বেড়ে যাওয়ার নেপথ্য কারণ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকে এখনো কোনা ব্যাখ্যা অবশ্য আসেনি।

জঙ্গি হানা নিয়ে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের এই আবহে সোমবার থেকে শুরু হল বিধানসভার প্রথম অধিবেশন। প্রথম কাজ স্পিকার নির্বাচন। তারপর উপরাজ্যপালের ভাষণ। দেখার, সেই ভাষণে রাজ্যের মর্যাদা ফেরানো নিয়ে তিনি কোনো আশ্বাস দিতে পারেন কি না। আরও দেখার, রাজ্য দ্বিখণ্ডিকরণ ও ৩৭০ অনুচ্ছেদসহ বিভিন্ন সাংবিধানিক মর্যাদা খারিজের বিরুদ্ধে বিধানসভায় কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় কি না।

সৌ: প্র: আ:

হারানো মর্যাদা ফেরাতে জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় প্রস্তাব গৃহীত

আপনজন ডেস্ক: জম্মু-কাশ্মীরের হারানো বিশেষ মর্যাদা ফেরাতে ওই রাজ্যের বিধানসভায় প্রস্তাব গৃহীত হলো। বুধবার আচমকাই সেই প্রস্তাব পেশ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী সুরেন্দ্র চৌধুরী। হকচকিত বিজেপি সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সেই প্রস্তাব কণ্ঠভোটে পাস করা হয়। বিধানসভার অধিবেশন শুরুর প্রথম দিনেই সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে এক প্রস্তাব পেশ করেছিলেন পিডিপি নেতা ওয়াহিদ পারা। যদিও স্পিকার তা গ্রহণ করেননি। সেই প্রস্তাব সম্পর্কে সেদিন মুখ্যমন্ত্রী উমর আবদুল্লাহ্ বলেছিলেন, শুধু প্রচার পেতে পিডিপি সদস্য এই কাজ করেছেন। তাঁরা সত্যিই আগ্রহী থাকলে প্রস্তাব নিয়ে ন্যাশনাল কনফারেন্সের (এনসি) সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন। সরকারের পক্ষ থেকে আজ পেশ করা প্রস্তাবে অবশ্য ৩৭০ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করা হয়নি। একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে, সাংবিধানিক রক্ষাকবচ ও বিশেষ মর্যাদা পুনঃস্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিধানসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করুক। প্রস্তাবে বলা হয়, সংবিধানের যে অনুচ্ছেদে জম্মু-কাশ্মীরের জনগণের পরিচয়, সংস্কৃতি ও অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছিল, তা ফেরাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে কেন্দ্র আলোচনা শুরু করুক।

প্রস্তাবটি কণ্ঠভোটে গৃহীত হওয়ার পরই স্পিকার সভা মুলতবি করে দেন। ফলে এ নিয়ে আলোচনার কোনো অবকাশ আজ বিধানসভায় ছিল না। তবে বিজেপি ওই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছে। বিজেপি সদস্যরা বিধানসভার ওয়েলেও নেমে আসেন।

রাজ্য দ্বিখণ্ডিত করা, পূর্ণ রাজ্য থেকে জম্মু-কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা এবং ৩৭০ অনুচ্ছেদের মতো সাংবিধানিক মর্যাদা খারিজ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে এক সূক্ষ্ম বিভাজন আছে। পিডিপি সরাসরি ৩৭০ অনুচ্ছেদ পুনর্বহালের দাবি তুললেও এনসি ও কংগ্রেস সরাসরি সেই দাবি তোলেনি। ৩৭০ নিয়ে কংগ্রেস বরাবর চুপ থেকেছে। এনসি বলেছে, ৩৭০ অনুচ্ছেদ এক আদর্শগত লড়াই। এই লড়াইয়ে সহজে জেতা যাবে না। এ এক দীর্ঘ লড়াই। কেন্দ্রে সরকার বদল হওয়া পর্যন্ত এই লড়াই জারি থাকবে। নির্বাচনী প্রচারে উমর আবদুল্লাহ একাধিক সমাবেশে বলেছেন, যারা বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নিয়েছে, তারা তা ফিরিয়ে দেবে এই আশা করা বৃথা। উপত্যকার মানুষ মর্যাদা ও অধিকার ফেরত পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় প্রস্তুত।

আজ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর উমর আবদুল্লাহ বলেন, রাজ্যবাসীর মর্যাদা ও অধিকার ছিনিয়ে বিজেপি যে ঠিক করেনি এবং জনগণ যে তা সমর্থন করেনি, ভোটের ফলই তার প্রমাণ। প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বিরোধী নেতা বিজেপির সুনীল শর্মা বলেন, সভার কার্যবিবরণীতে এই প্রস্তাব আনার কথা ছিল না। জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন আইন দেশের সংসদে পাস করানো হয়েছে। বিজেপি সদস্যরা প্রস্তাবের কপি ছিঁড়ে উড়িয়ে দেন। তাঁরা সভার অভ্যন্তরে (ওয়েলে) নেমে আসেন। সেই হট্টগোলের মধ্যেই স্পিকার প্রস্তাবটি কণ্ঠভোটে পাস করান। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট জম্মু-কাশ্মীর দুই টুকরা করা হয়। লাদাখকে পৃথক করে গড়ে তোলা হয় দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। খারিজ করে দেওয়া হয় ৩৭০ অনুচ্ছেদসহ যাবতীয় বিশেষ মর্যাদা। ভোটের প্রচারে বিজেপি নেতারা বারবার বলেছেন, ৩৭০ অনুচ্ছেদ অতীত। কোনো দিনই আর তা ফেরানো যাবে না। তবে রাজ্যের মর্যাদা ফেরানো হবে। যদিও তা কবে হবে সে বিষয়ে কেন্দ্র নিরুত্তর।

জুং রিং

মায়ানমারে চিনবিরোধী মনোভাব কেন বাড়ছে

মিয়ানমার ও চীনের মধ্যে সীমান্ত আছে ২,২২৭ কিলোমিটার। এই দুই দেশের সম্পর্ককে আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হয় 'পাউক-ফাও' বা ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক। কিন্তু বাস্তবে মায়ানমারের সামরিক জান্তার প্রতি চীনের সমর্থন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণের কারণে মায়ানমারে চীনবিরোধী মনোভাব রয়েছে প্রবলভাবে।

স্বাধীন গবেষক নিন ফিউ পরিচালিত একটি অনলাইন জরিপে দেখা গেছে, 'মায়ানমারের জনগণের মধ্যে চীনের প্রতি প্রতিকূল মনোভাব ব্যাপকভাবে বাড়ছে। তাদের অনেকে বিশ্বাস করেন, খণ্ডিত মায়ানমারে চীন তাদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে যতটা প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে আগ্রহী নয়।'

মায়ানমারে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অভাব রয়েছে। জরিপে দেখা গেছে, জনগণ ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করে যে চীন সরকার তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক স্বার্থকে টিকিয়ে রাখতে এ অভাবের সুযোগ নিচ্ছে। মায়ানমারের নাগরিকদের প্রতিরোধের কারণে যেসব প্রকল্প থেমে আছে, সেগুলো আবার শুরু করার জন্য চীন সামরিক জান্তাকে সমর্থন করে যাচ্ছে। উত্তরদাতাদের সিংহভাগ (৯৩ দশমিক ৪ শতাংশ) বলেছেন, মায়ানমারে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রকে ক্ষুন্ন করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করছে চীন।

বাস্তবে চীন-মায়ানমার সম্পর্ক বন্ধুত্বের নয়। এ সম্পর্ক আসলে এক অস্বস্তিকর সহাবস্থান। আর দুই দেশের সম্পর্ক কেমন করে 'পারস্পরিকভাবে লাভজনক', তা-ও বলা কঠিন। এখন পর্যন্ত এ সম্পর্ক তো একটি পক্ষের জন্যই লাভজনক বলে মনে হচ্ছে।

দ্য ইরাবদি সম্পাদক কিয়াউ জওয়া মোর মতে, জনগণের মধ্যে এ ধারণা ব্যাপকভাবে চালু আছে যে চীন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে ভীষণ লোভী ও শোষক। ১৯৮৮ সালের গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনে পূর্ববর্তী সামরিক শাসনের প্রতি জোরালো সমর্থন দিয়ে চীন নিন্দিত হয়েছিল। এ ভাবনা সমর্থন করে কলামিস্ট বো বো বলছেন, স্থগিত মাইটসোন বাঁধ প্রকল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য চীনের জেদ, মায়ানমারের প্রতি চীনা প্রবাসীদের কটু আচরণ এবং বার্মিজ ঔপন্যাসিক ও বুদ্ধিজীবীদের লেখালেখি চীনের প্রতি মায়ানমারের জনগণের বিরোধিতা গড়ে তুলতে অবদান রেখেছে।

মায়ানমারে চীনের রাষ্ট্রদূত চেন হাই এ বছরের শুরুর দিকে জান্তা সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী থান সুয়ের সঙ্গে নেপিদোতে দেখা করেছিলেন। সাক্ষাতে তিনি চীনা নাগরিকদের লক্ষ্য করে অনলাইন প্রচারণা বন্ধ করা আর দুই দেশের মধ্যে 'পারস্পরিকভাবে লাভজনক' সহযোগিতার ওপর জোর দেন। সেই সঙ্গে সীমান্তে 'শান্তি ও স্থিতিশীলতা' রক্ষার বিষয়টিও আলোচিত হয়। বাস্তবে চীন-মায়ানমার সম্পর্ক বন্ধুত্বের নয়। এ সম্পর্ক আসলে এক অস্বস্তিকর সহাবস্থান। আর দুই দেশের সম্পর্ক কেমন করে 'পারস্পরিকভাবে লাভজনক', তা-ও বলা কঠিন। এখন পর্যন্ত এ সম্পর্ক তো একটি পক্ষের জন্যই লাভজনক বলে মনে হচ্ছে।

দুটি স্পষ্ট উপায়ে সামরিক জান্তার প্রতি সমর্থন অব্যাহত রেখেছে চীন। প্রথমত, সামরিক সাহায্য। অনেকেই মনে করেন, চীনের দেওয়া বিমানশক্তি না থাকলে জান্তা অনেক আগেই পরাজিত হয়ে যেত। বিষয়টি বুঝেই চীন সম্প্রতি আরও ছয়টি যুদ্ধবিমান সরবরাহ করেছে। শান, রাখাইন, কাচিন ও কায়াহ রাজ্য এবং সাগাইং অঞ্চলে বেসামরিক জনগণের ওপর জান্তার বিমান হামলা বাড়াতে ঠিক সময়ে পৌঁছেছিল বিমানগুলো।

দ্বিতীয়ত, জান্তার বিরুদ্ধে লড়াই বন্ধ করার জন্য জাতিগত প্রতিরোধ শক্তিগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে চীন। প্রতিরোধ জোটের সদস্য, তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির সাধারণ সম্পাদক ভোনে কিয়াও। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে তিনি বলেছেন যে জান্তার সঙ্গে যুদ্ধবিরতি হয়েছে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এ যুদ্ধবিরতি হয়েছে আসলে চীনের চাপে। চীন একই সঙ্গে জাতিগত প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোকে জাতীয় ঐক্য সরকারের (এনইউজি) সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামরিক মিত্রতা না করতে বাধ্য করেছে।

চীনের চাপ ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের বাইরেও প্রসারিত। তারা কাচিন ইনডিপেনডেন্স আর্মিকে জান্তার সঙ্গে লড়াই বন্ধ করার এবং প্রতিরোধগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে চাপ দেওয়ার জন্য তাদের সীমান্ত চেকপয়েন্টগুলো বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে।

সংক্ষেপে মায়ানমারের বর্তমান ঘটনাবলিতে চীনের ভূমিকাকে মায়ানমারের জনগণের হাত থেকে সামরিক জান্তাকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হয়। আর এর উদ্দেশ্য একটাই—বেইজিংয়ের নিজের স্বার্থ রক্ষা করা। ভালো দায়িত্বশীল প্রতিবেশী হওয়ার কোনো ইচ্ছে সেখানে নেই। তবে চীনসহ প্রতিবেশী দেশগুলো মায়ানমারের বিপ্লবকে সমর্থন করে নিজেদের সদিচ্ছা দেখানোর এক সুযোগ এসেছে এখন। সরাসরি সমর্থন যদি করা না যায়, তাহলে চীন অন্তত মায়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

এই পটভূমিতে হস্তক্ষেপ না করা মানে পাশ থেকে পর্যবেক্ষণ করা। কোনো পক্ষকে সমর্থন না করা বা কোনো গোষ্ঠীর ওপর চাপ সৃষ্টি না করা। শুধু নিষ্ক্রিয় থাকলেই মায়ানমারের জনগণ চীনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। সোজা কথায় চীন যদি সাহায্য করতে না চায়, অন্তত ঝামেলা না করুক।

জুং রিং সমাজকর্মী এবং মায়ানমারভিত্তিক স্বাধীন রাজনৈতিক বিশ্লেষক
দ্য ইরাবদি থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

আমশোলে বাঁকুড়া জেলা জমিয়তের সম্মেলনে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ

বাঁকুড়া জেলা জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের ডাকে
প্রকাশ্য সমাবেশ

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের আমশোল গ্রামের খেলার মাঠে ৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল জমিয়াতের জেলা সম্মেলন।

বিভিন্ন ব্লকের নেতৃত্ব সহ শাখা সংগঠনগুলির নেতা কর্মী ও সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় প্রধান অতিথি ও বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী,যিনি রাজ্য জমিয়াতের সভাপতির পদেও আসীন আছেন। এছাড়াও ছিলেন বিশিষ্ট অতিথি বর্গের অন্যতম ব্যক্তিত্ব সোমসার রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামীজী অমলাত্মানন্দ মহারাজ এবং মিশনের বিশিষ্ট কর্মী নিমাই মোহান্ত,ছিলেন বরেণ্য অতিথি পূর্ব বর্ধমান জেলার জমিয়ত সম্পাদক মাওলানা ইমতিয়াজ সাহেব প্রমুখ। বাঁকুড়া জেলা কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ মোজাহারুল ইসলাম, সম্পাদক হাফিজ আকিল আহমাদ এবং অন্যান্যদের মধ্যে প্রাক্তন ক্যাপ্টেন মুহাম্মাদ ইউনুস, নিয়ামত আলি মণ্ডল প্রমুখ।

স্বামীজীর বক্তব্যে সর্ব ধর্মের মধ্যেই ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটে,যদি তা সঠিক ভাবে পালন করা হয়।সেই মর্মে রামকৃষ্ণের মতামত তুলে ধরেন। চৌধুরী সিদ্দিকুল্লাহ জানান যে,এই দেশ আর এস এস এর নয় সকল সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারত বর্ষ। হিন্দু মুসলিম এবং অন্যান্য সবার সম্মিলিত সংগ্রামের মাধ্যমেই অর্জিত স্বাধীনতা।সম্প্রদায়গত বিভাজন নয় ফুরফুরার স্বনামধন্য কামেল পীর হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রহ:) ছিলেন জমিয়াতের প্রথম রাজ্য সভাপতি। নয়া সংশোধনী ওয়াকফ আইনের বিরূদ্ধাচরণ করে প্রতিটি বক্তাই তীর প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন।

নিয়ামত আলি জেলা কোর কমিটির উদ্দেশ্যে বলেন যে, উচিত হবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকা এবং অন্যের কর্তব্য ও দায়িত্ব বিষয়ে সমালোচনা না করা।

জনৈক বিশিষ্ট জনের ভাষায় , জমিয়াত কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড় নয়, কারও বি টিমও নয়। জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দ স্বাধীনতার পূর্বোত্তর কালের প্রতিষ্ঠিত একটা আদর্শবাদী সংগঠন।

সম্মেলনটি জেলা জমিয়াতের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এবং সোনামুখী ব্লক কমিটি ও আমশোল গ্রামের মানুষদের সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতায় সুসম্পন্ন হয়।

ছবি সহ অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতা করেন হারুন অল রশিদ।

ফণী ঝড়ে গৃহহীন বিধবা মহিলা, নাম নেই বাংলা আবাস যোজনায়

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: মাথা গোঁজার একমাত্র আশ্রয়স্থল ভেঙে গেছে ২০১৯ সালের ফণী ঝড়ে। পাঁচ বছর ধরে গৃহহীন অবস্থায় রয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের পারাজ গ্রামের পাল পাড়ার বাসিন্দা কৃষ্ণা পাল।

নিজের গ্রাম ছেড়ে ভীন গ্রামে মেয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। বারবার পঞ্চায়েতে গেছেন, সরকারি ঘরের জন্য আবেদনও করেছেন বিডিও অফিসে। কিন্তু পাঁচ বছর পার হলেও বাংলা আবাস যোজনার তালিকায় তার নাম নেই। স্বামীর মৃত্যুর পর ভিটে ছেড়ে যেতে মন চাইলেও শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। একটি বাড়ির আশায় দিন গুনছেন এই অসহায় বিধবা মহিলা। স্থানীয় বাসিন্দা পিন্টু আচার্য্য জানান, কৃষ্ণা পালের স্বামী সত্যনারায়ণ পাল ২০০৮ সালে মারা যান। জমিজমা বলতে তেমন কিছু নেই, স্বামীর হাতে তৈরি মাটির বাড়িটিই ছিল তার শেষ সম্বল। কিন্তু ফণীর তাণ্ডবে সেই বাড়ি ভেঙে পড়ে। বর্তমানে তিনি গৃহহীন।

পারাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সাজাহান সেখের বক্তব্য, “উনি সত্যিই অসহায়। সরকারি ঘর পাবার যোগ্য। ২০১৮ সালের আবাস প্লাসে তার নাম ছিল না। ফণী ঝড়ের পর তার বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর পেয়ে বিডিও অফিসে তার নাম পাঠিয়েছিলাম।”

এদিকে, সোমবার এক বৈঠকে বাংলা আবাস যোজনা থেকে বাদ পড়া নামগুলিকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। কৃষ্ণা পালের বিষয়টি জানানো হলে তিনি বলেন, “বিষয়টি একদম উচিত হয়নি। আমি বলবো মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান। সেই চিঠির একটি কপি যেন আমাকে দেন। আমি দ্রুত ব্যবস্থা নেব।”

কৃষ্ণা দেবী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, “খবর পেয়ে পারাজ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সাজাহান শেখ আমার বাড়িতে এসেছিলেন এবং বিষয়টি বিডিও অফিসে জানিয়েছিলেন। এরপর আমাকে বিডিও অফিসে ডাকা হয়েছিল। পাঁচ বছর হয়ে গেলেও আমি এখনও সরকারি প্রকল্পের ঘর পাইনি। কয়েক মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ঘোষণার পর আমি আশা করেছিলাম। কিন্তু বর্তমান বাংলা আবাস যোজনার তালিকায় আমার নাম নেই।”

কৃষ্ণা দেবীর জামাই সিন্টু হাজরা বলেন, “ঘর ভেঙে পড়ার পর শাশুড়ি পাশের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। খবর পেয়ে আমি তাকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসি।”

পারাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সেখ মিরাজ জানান, “খবর পেয়েছি এলাকার কিছু নাম তালিকায় আসেনি। বিষয়টি বিডিও সাহেবকে জানাবো।”

জেলা শাসক আয়েশা রানী বলেন, “বিষয়টি নিয়ে গলসি ১ বিডিওর কাছ থেকে বিস্তারিত খোঁজ নিচ্ছি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।”

পিচ রাস্তায় কালভার্ট ভেঙে মরণ ফাঁদ, প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাড়ায় আতঙ্ক

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

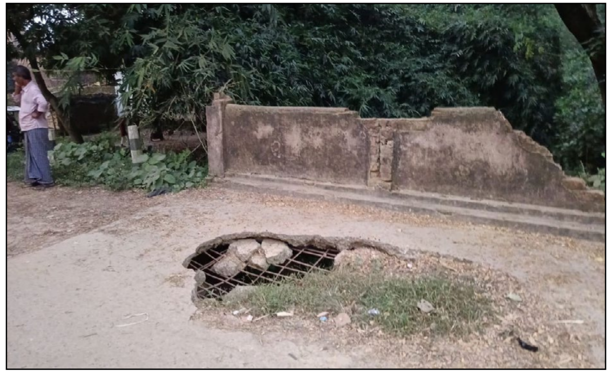

আপনজন: তৎকালীন বাম আমলে দুই গ্রামের যোগাযোগের জন্য তৈরি হয়েছিল কালভেট,তার করে ওই কালভার্টের উপর দিয়ে শুরু হয় কয়েক হাজার মানুষের চলাফেরা প্রতিদিনই। বর্তমানে রাস্তা পিচ হলেও সংস্কার হয়নি ওই কালভার্ট, তার জেরে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। এমনকি বছর দুইকে আগে রাতের অন্ধকারে মাঠের কাজ সেরে বাড়ি ফিরার পথে এক কৃষক ভাঙ্গা কালভার্টের জন্য ক্যানেলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। তার পরেও প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই ওই ভাঙ্গা কালভার্ট মেরামত করার জন্য। এমনি এক কালভার্টের ছবি উঠে এল মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার ভোগীরথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিব নগর এলাকায়। ঘটনায় চিকিৎসকদের ওষুধ রিটার্ন করে দেন। পাশাপশি ওই কালভার্টের মেরামতের কাজ যেনো তারাতারি করা সেই আবেদন করেন। স্থানীয় এক ব্যক্তি বলেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন এই কালভার্ট টুরি হয়েছে তার পরে আর নতুন করে কালভার্ট তৈরির উদ্যোগ নেয়নি সরকার। একই ভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেন রেন্টু মন্ডল নামের এক ব্যক্তি বলেন, ভোট আসে ভোট যায় নেতাদের দেখা মিললেও কাজে দেখা মেলে না।আরো বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যেকোনো মুহূর্তে সেই আতঙ্কে এলাকার মানুষ।ওই রাস্তার টোটো চালক মনিরুল মন্ডল বলেন, টোটো গাড়ি নিয়ে অনেক ভয়ের মধ্য দিয়ে গাড়ি চালাতে হয়,দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই কালভার্টের মেরামতের কথা শুনলেই আজও পর্যন্ত সেই কালভার্ট হয়নি,প্রশাসনের কাছে আবেদন করেন যেনো তাড়াতাড়ি ভাঙ্গা কালভার্ট মেরামত বা নতুন কালভার্ট তৈরি করেন।

এই বিষয়ে স্থানীয় ভগীরথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আফতাবুদ্দীন বলেন রাস্তা ও কালভার্ট pwd মধ্য পড়ছে আর কালভার্ট টি জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে করার কথা থাকলেও কেনো করা হচ্ছে না সেটা জানানেই।তবে খুবই খারাপ অবস্থা কালভার্টের,আমি দেখেছি,তবে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সব রকম সহযোগিতা করা হবে কালভার্ট করার জন্য।

জনগণের অনেক সমস্যা হচ্ছে ওই কালভার্টের জন্য,কালভার্ট টি হলে সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে মনে করেন।

পিচ রাস্তার মাঝেই রয়েছে কালভার্ট আর সেই কালভার্ট তৈরি হয়েছে বাম আমলে তার পরে আর কোনো খোজ খবর নেই প্রশাসনের এমনি অভিযোগ করেন এলাকার মানুষের।

জেলা পরিষদের সদস্যা রূপা সরকার বলেন কালভার্টের জন্য ইতি মধ্য ৩৫ লক্ষ টাকার একটি স্ক্রিন পাস হয়েছে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে ,খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে বলেও তিনি জানান।

এখন দেখার বিষয় আদতেও কি ভাঙ্গা কালভার্ট সরানো হয় সেই দিকেই তাকিয়ে সকলে।

স্কটিশ চার্চে সেমিনার কক্ষ প্রভুপাদ স্মরণে

Scottish Church College
SRI ABHAY CHARAN DE SEMINAR HALL
& Darshan Eshana Digital Library

নিজস্ব প্রতিবেদক ● করকাতা

আপনজন: ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের সহায়তায় ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী স্কটিশ চার্চ কলেজে অভয়চরণ দে যিনি এ সি ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদের নামে পরিচিত, তাঁর নামে তৈরি হল একটি সেমিনার কক্ষ। সেমিনার কক্ষের নাম দেওয়া হয়েছে অভয়চরণ সেমিনার হল।স্কটিশ চার্চ কলেজ ভারতের প্রাচীনতম খ্রিস্টীয় প্রতিষ্ঠান, যেখানে কলা , বিজ্ঞান, বাণিজ্য, এবং ব্যবসা বিভাগে স্নাতক স্তর এবং শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ। এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পঞ্চম প্রতিষ্ঠান এবং দ্বিতীয় খ্রিস্টান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত কলেজ। অভয়চরণ দে ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ নামে খ্যাত ছিলেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাসুবাটি মেজ হুজুর দরবার শরীফে জলসা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: মঙ্গলবার বাসুবাটি মেজ হুজুর দরবার শরীফে সামনে বাজার কমিটির উদ্যোগে ঈদ মিলাদুন্নবীর জলসা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন গদ্দিনশীন সৈয়দ আহসানুল ইসলাম আল হোসাইনী ও পীর সৈয়দ তাজুল ইসলাম কাদিরি ও সৈয়দ নুরুল্লা ও সারা বাংলা আহলে সুন্নাত হানাফী জামাতের সম্পাদক সৈয়দ মাওলানা তাফহীমুল ইসলাম আল হোসাইনী ও হুগলি জেলা সম্পাদক সৈয়দ ইমদাদুল ইসলাম বাজার কমিটির পক্ষ থেকে সৈয়দ তারিফুল ইসলাম ও তামিজুল ইসলাম ও সেরাজ।

বাস ও টোটোর সংঘর্ষে মৃত্যু হল মহিলার

সাবের আলি ● ভরতপুর

আপনজন: যাত্রীবাহী বাস ও টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনায় জখম হয়েছেন মৃতার ছেলে সহ টোটো চালক। জখমদের কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন স্থানীয়রা। মঙ্গলবার বিকেলের ওই ঘটনা মুর্শিদাবাদের কান্দি সালার রাজ্য সড়কের ভরতপুর থানার চোঁয়াতোর ব্রিজের কাছে। পুলিস জানিয়েছে, বছর ৩৮ মৃতার নাম হাসি বেগম। তাঁর বাড়ি ভরতপুর কালিতলা পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায়। পুলিস দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কান্দির একটি বেসরকারি স্কুলে মৃতার ছেলে সাহিল উদ্দিন সেখ দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়াশোনা করে। সেই সূত্রে কান্দিতে সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য বেসরকারি কোচিং সেন্টারের মেসে থাকতো। এদিন আনুমানিক বেলা ১২ টা নাগাদ ওই মহিলা, তাঁর ছেলেকে মেস থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে আসার জন্য কান্দি গিয়েছিলেন। এরপর বিকেলের দিকে তিনি কান্দি কালীবাড়ি রোড এলাকা থেকে ছেলের মেসে থাকা যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে টোটোয় চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। ওই টোটোতে মৃতার ছেলে সাহিল উদ্দিন সেখ ও ছিলেনবলে জানা গিয়েছে।

মাঝেরআট মাদ্রাসায় মেধা যাচাই পরীক্ষা

সেখ আবদুল অজিম ● হুগলি

আপনজন: সম্প্রতি মাঝেরআট ইউনিয়ন মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল চন্ডীতলা এলাকার সমাজসেবী মরহুম ইউসুফ সাহেবের স্মৃতি রক্ষার্থে কেবিএম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। সংস্থার সেক্রেটারি শেখ মোঃ মুকিম বলেন শেখ শাহিদ ও শেখ মুস্তাকিম আলী মল্লিক এই উদ্যোগে যেভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশের এই মেধাভিত্তিক পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সেক্রেটারি কুমিরমোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আবুল কালাম সাহেব ,মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শেখ মুজিবুর রহমান জমাদার সহ প্রধান শিক্ষক মুস্তাফিজুল হক ও অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ জনাই এইচএস মেমোরিয়াল স্কুল, কলা ছাড়া গ্লোবাল স্কুল, মিলন বিদ্যাপীঠের বহু ছাত্রছাত্রীরা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে স্থানীয় বিধায়ক গরহাজির, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব স্পষ্ট

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ,গোসাবা

বাংলার জননেত্রী, মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক
এর নির্দেশে
বিজয়া সম্মিলনী
ও প্রবীণ কর্মী সংবর্ধনা

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় নির্দেশে রাজ্যের প্রায় সর্বত্র পালিত হয়ে আসছে বিজয়া সম্মিলনী ও প্রবীণ কর্মীদের সংবর্ধনা।দলীয় নির্দেশে বুধবার বিকালে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বিডিও অফিস মাঠে পালিত হল বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা জয়নগর কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা, সুন্দরবন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা মন্দিরবাজার বিধায়ক জয়দেব হালদার, গোসাবা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কনভেনার তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেশ মন্ডল,গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিলীমা মন্ডল,প্রয়াত বিধায়ক পুত্র বাপ্পাদিত্য নস্কর সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ্য বিধায়ক জয়ন্ত নস্করের প্রয়াণের পর গোসাবা বিধানসভা নির্বাচনে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন সুব্রত মন্ডল।বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। বিগত বেশ কিছুদিন এলাকার মানুষের কাছে সেই জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন। এদিন বিজয়া সম্মিলনীতে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুব্রত মন্ডল। এছাড়াও অনুপস্থিত ছিলেন গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি কৈলাশ বিশ্বাস, জেলা পরিষদ সদস্য দুর্গারাণী মন্ডল সহ রাধানগর-তারানগর, ছোট মোল্লাখালি,শম্ভুনগর,বিপ্রদাসপুর ও বালি ১,২ পঞ্চায়েতের প্রধান সহ অঞ্চল সভাপতিরা।

তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনীতে খোদ বিধায়ক উপস্থিত না থাকায় তৃণমূলের গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব যে প্রকাশ্যে এমনটাই মত বিরোধী বিজেপি সহ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে কোন গোষ্ঠিকোন্দল নেই বলে সাফাই দিয়েছেন দলের স্থানীয় নেতৃত্ব। গোসাবা ব্লক তৃণমূল কনভেনার অনিমেশ মন্ডল জানিয়েছেন, ‘তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে কোন গোষ্ঠিকোন্দল নেই। বিরোধীরা রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য অপ্রচার করছে।তাছাড়াও বিধায়ক কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বিধানসভায় জরুরী কাজের জন্য উপস্থিত থাকতে পারেন নি।’

ঘটনা প্রসঙ্গে বিধায়ক সুব্রত মন্ডল কে ফোন করা হলে তিনি ফোন না ধরায় তাঁর কোন মন্তব্য মেলেনি। যদিও বিধায়ক অনুগামী তথা গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি কৈলাশ বিশ্বাস জানিয়েছেন, ‘বিজয়া সম্মিলনী ও প্রবীণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এমনকি ফোন করেও বলা হয়নি।অনুষ্ঠান সম্পর্কে কেন জানানো হয়নি সেটা জানা নেই।’

জমিতে নাড়া পোড়ানো নিয়ে সচেতনতা প্রচার

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
HABIBPUR BLOCK, MALDA
Anti - Stubble Burning Day
Under
RKVY - Cafetaria 2024-25
Date ; 06/11/2024
-:Organized by:-
Director of Agriculture, Habibpur

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: কৃষিজমিতে নাড়া পোড়ানো নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করা হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের উদ্যোগে। কৃষিজমিতে ফসল কাটার পর জমিতে থাকা ফসলের গাছের অবশিষ্ট অংশই নাড়া বা খড় নামে পরিচিত। কৃষকদের একটা অংশ কৃষিজমিতে থাকা এই নাড়াতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন। কিন্তু এর ফলে কৃষিজমির যে ক্ষতি হয় সেই বিষয়েই সচেতনতামূলক প্রচার করা হলো মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের আইহো গ্রাম পঞ্চায়েতের বক্সীনগর এলাকায়। উদোক্তাদের কথায় আজ ৬ নভেম্বর পালিত হছে জমির ফসলের অবশিষ্ট অংশ পোড়ানো বিরোধী দিবস। তাই এই সচেতনতামূলক প্রচার করা হল। উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা কৃষি দপ্তরের আধিকারিক অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার (প্লান্ট প্রটেকশন) অলোক কুমার দাস, হবিবপুর ফার্ম ম্যানেজার গৌতম শীল। এছাড়াও ছিলেন, হবিবপুর ফারমার্স প্রডিউসার কোম্পানির লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আনন্দ মৃধা সহ কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মী বৃন্দ। এদিন প্রায় ৪০ জন কৃষককে নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে কৃষিজমির কিভাবে উন্নতি হবে এবং ক্ষতিটা কিভাবে হচ্ছে সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। পরে সেখান থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। হাতে ফ্ল্যাকার্ড ফেস্টুন নিয়ে মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ক ধরে এই পদযাত্রা হয়। কৃষকদের একাংশের ধারণা এতে উপকৃত হবেন সকল কৃষকরা।

তিন দিন পর বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার নিখোঁজ ব্যক্তির

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বাড়ি থেকে ঘাস কাটতে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ব্যক্তির শেষ পর্যন্ত বস্তাবন্দী অবস্থায় নিথর দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় মানুষজন। বিবরণে প্রকাশ গত সোমবার বীরভূম জেলার কাঁকরতলা থানার সাহাপুর গ্রামের সেখ ইনসান নামের ব্যক্তিটি দুপুর ১টা নাগাদ ঘাস কাটার জন্য স্থানীয় এলাকায় ডাব্লিউ বিপিডিসিএল এর হজরতপুর লাগোয়া সাইডিং এর ধারে পাশে গিয়েছিল। কিন্তু বিকেল চারটে পর্যন্ত ইনসান বাড়ি না ফেরায় বাড়ীর লোকেরা খোঁজাখুঁজি করলেও তাকে পাওয়া যায় নি। এনিয়ে স্থানীয় কাঁকরতলা থানায় ও জানানো হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরেও সন্ধান পাওয়া যায়নি। বুধবার গ্রামগত ভাবে গ্রামের সমস্ত লোকজন চিরুনি তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। অবশেষে বুধবার সকাল হজরতপুর সাইডিং লাগোয়া জলজমাকৃত একটি ছোট ডোবার মধ্যে বস্তাবন্দি পড়ে থাকতে দেখা মাত্র সন্দেহ হয়। বস্তার মুখ খুলতেই নিখোঁজ ইনসানের মৃতদেহ বস্তাবন্দি অবস্থায় মেলে।

১৫ হাজারের মোবাইল কিনে ৬০ হাজারের স্কুটি মিলল!

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের রায়না ২ ব্লকের গোতান বাজারে সানিয়া মোবাইল কেয়ার-এর কর্ণধার তরুণ ব্যবসায়ী মিরাজ অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন। তার দোকানে যে কোনও কেনাকাটার ওপর লাকি ড্র-এর ব্যবস্থা রেখেছেন, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার জিতে নিতে পারেন। ৬ নভেম্বর, মিরাজের দোকানে প্রায় দু’হাজার ক্রেতার অংশগ্রহণে একটি বিশাল লাকি ড্র-এর আয়োজন করা হয়। এই আয়োজনেই আলমপুরের বাসিন্দা জয়দীপ পাত্র ১৫,০০০ টাকার একটি মোবাইল কেনার মাধ্যমে লাকি ড্র-এ অংশ নিয়ে ৬০,০০০ টাকার একটি ব্যাটারি চালিত স্কুটি জিতে নেন। খবরটি জানার পর তিনি ও তার স্ত্রী দোকানে এসে সানিয়া মোবাইল কেয়ার-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে প্রাক্তন স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার সুকুমার সেন, দক্ষিণ দামোদর প্রেসক্লাবের সম্পাদক শফিকুল ইসলাম ও স্থানীয় স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ম্যানেজার সহ অনেক বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

আবাস তালিকা থেকে নিজের নাম বাতিলের আর্জি বিডিওকে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: আবাস তালিকা থেকে নিজের নাম বাতিল করার আবেদন জানিয়ে বিডিও কে চিঠি করল এক যুবক। সামাজিক মাধ্যমে সেই চিঠি হল ভাইরাল। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা এক ব্লকের মাড্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ বেনাদহ শেওড়াতলাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ সাবির আহমেদের টালির কাঁচাবাড়ি ছিল ২০১৮ সালে। সে সময় বাংলা আবাস যোজনার তালিকায় তার নাম নথিভুক্ত করা হয়। মাঝে কয়েক বছর কেটে গেলেও আবাসের ঘর পাইনি কেউই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশমতো এবছর অক্টোবরের শেষে শুরু হয় আবাস তালিকার যাচাই-বাছাইয়ের কাজ। নিজের অর্থ ব্যয়ে বাড়ি নির্মাণ করেন সাবির। বর্তমান সময়ে পাকা ছাদওয়ালা ঘর আছে তার। তাই আবাস তালিকায় থাকা নিজের নাম কেটে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে বিডিও কে চিঠি লিখলেন তিনি। আপনজনকে একান্ত সাক্ষাৎকারে সাবির বলেন, একটা সময় আমি টালির বাড়িতে থাকতাম। এখন পাকা ছাদওয়ালা ঘর হয়েছে।

হরিহরপাড়ায় বইমেলা শুরু, চলবে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: হরিহরপাড়া জনকল্যাণ সমিতি আয়োজিত ১১ তম বইমেলার উদ্বোধন করেন বহরমপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী। ১১ তম বর্ষ বইমেলার উদ্বোধন হল হরিহরপাড়ায়। বুধবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ফুটবল ময়দানে হরিহরপাড়া জনকল্যাণ সমিতি আয়োজিত ১১ তম বইমেলা ও সংস্কৃতি উৎসবের উদ্বোধন করেন বহরমপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী। এবারের বই মেলায় ৩২ টি স্টল রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ৬ নভেম্বর থেকে আগামী ৯ ই নভেম্বর পর্যন্ত এই বই মেলা চলবে। এই মেলায় প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে,বই মেলায় শুরুতেই অঙ্কন প্রতিযোগিতা কবিতা আবৃত্তি সহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক উন্নয়ন চিরন্তন প্রামানিক, হরিহরপাড়া ব্লকের বিডিও ছেরিং জাম ভুটিয়া, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর পলাশ সহ বিশিষ্টজনরা।

ছট পুজোতে গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত করতে গঙ্গা উৎসব

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● ফলতা

আপনজন:এখন রাজ্যে মহাসমারোহে এই ছট পুজো হয়। মূলত হিন্দি ভাষী মানুষেরা গঙ্গা মাকে পুজো দেয় নিজেদের শান্তি কামনায়।আর এই ছট পুজোকে সামনে রেখে বুধবার গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার বার্তা দিতে ফলতায় পালিত হল গঙ্গা উৎসব। এই অনুষ্ঠান থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে, ‘গঙ্গাকে পরিষ্কার আমাদের অঙ্গীকার’। নদীতে আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে এখান থেকে।জেলা গঙ্গা কমিটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গার সমর্থনে এই উৎসবের আয়োজন করা হয় এদিন। এই অনুষ্ঠানে জেলা গঙ্গা কমিটি গঙ্গা নদীকে পরিষ্কার ও দূষণমুক্ত রাখার জন্য বেশ কিছু নির্দেশিকা তুলে ধরলেন।নদীতে কোনো ধরনের বর্জ্য না ফেলতে নাগরিকদের সচেতন করা হয় এদিন।

প্লাস্টিক,থার্মোকল ও অজৈব বর্জ্যগুলিকেও নদীতে ফেলার পরিবর্তে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এখান থেকে।

الدعوة
দাওয়াত

- সিজদার উপকারিতা
- অন্তরে আল্লাহভীতি অর্জনের মাধ্যম

- মা-বাবা ও সন্তানের পারস্পরিক অধিকার
- কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব নেওয়া হবে

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মহানবী সা.-এর আদর্শ

কাওসার আহমদ

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার পরিবর্তনের জন্য অনেক আইন ও মতবাদ রচিত হলেও কেউ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। অথচ মানবতার মুক্তিদূত মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা. ছিলেন গোটা মানবজাতির প্রতি রহমত। মুসলিম উম্মাহর জীবন পরিচালনার একমাত্র আদর্শ। কারণ নবীজী সা.-কে অনুসরণের মধ্যেই মানবতার কল্যাণ নিহিত।

দুনিয়াব্যাপী আজ শান্তি ও ন্যায়বিচারের জন্য কত হাহাকার। অথচ চৌদ্দ শ’ বছর আগে বিশ্বনবী সা. গোটা দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করে বুঝিয়ে গেছেন কুরআন-হাদিসের অনুসরণই দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালীন মুক্তির গ্যারান্টি দিতে পারে।

ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা : যার যা হক ও প্রাপ্য তাকে তা যথাযথভাবে দেয়াকে ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা বলা হয়। আর তার চেয়ে কম করা হলো জুলুম বা অবিচার। ইসলামে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের গুরুত্ব এত বেশি যে, অমুসলিমদের সাথেও তা রক্ষা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। জুলুম ও অবিচারকে হারাম করা হয়েছে। সমাধান বা ফয়সালার ক্ষেত্রে নিজের বা অন্যের মধ্যে ব্যবধান করার তথা পক্ষপাতিত্ব করার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ইনসাফ করতে হবে, যদিও তা আপনজনের বিরুদ্ধে চলে যায়।

মদিনা সনদ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : রাসূলুল্লাহ সা. মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরতের পর প্রথমেই একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। সেখানেই তিনি মুসলমানদের সমস্যা সমাধান করে দিতেন। তিনি সেখানে ইহুদি-খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিকদের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যা ইতিহাসে মদিনা সনদ নামে পরিচিত এবং পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে স্বীকৃত। ওই সনদের মাধ্যমে মদিনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। মহানবী সা. সে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং পদাধিকার বলে তিনি ছিলেন মদিনার সর্বোচ্চ বিচারপতি। এভাবে নবী করিম সা. পরিপূর্ণ শাসক ও বিচারক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মহানবী সা. ইসলামী বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীতে শান্তি কায়েম করে গেছেন।

ইসলামী বিচারব্যবস্থা একমাত্র কল্যাণকর ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা। শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি এবং অপরাধমুক্ত। সমাজ গঠনের জন্য এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা অপরিহার্য। মহানবী সা. বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে তৎকালীন জাহেলি সমাজকে পরিবর্তন করে সুশীল ও অপরাধমুক্ত করেন। এ ধারা অব্যাহত থাকে খিলাফতে রাশিদার যুগ পর্যন্ত। বর্তমান মানবসভ্যতায় রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে- নাগরিক অধিকার ও তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করা। আর এ অধিকারও কর্তব্য পালনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব ও অস্তিত্ব অপরিহার্য। তাই আধুনিক সমাজব্যবস্থায় ন্যায়নীতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইসলামী বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

নবুওয়াতি ধারাবাহিকতার সর্বশেষ মিশন রাসূলে আরাবি হজরত মুহাম্মদ সা.-এর হাতে পূর্ণতা লাভ করে। তাঁর মিশনের লক্ষ্য ছিল- জুলুমের অবসান ঘটিয়ে মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ কায়েম করা। তিনি সম্যক উপলব্ধি করেন, ন্যায়বিচার এমন এক প্রচলিত নীতি যার প্রয়োগ সুস্থ সমাজ সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য। যে লক্ষ্য নিয়ে তিনি দুনিয়ায় আবির্ভূত হন, নবুওয়ত লাভের পরে ২৩ বছর প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে তিনি তা কার্যকর করেন সার্থকভাবে। তার উপস্থাপিত জীবনব্যবস্থা মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে সব দিক দিয়ে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নিয়ামক ও চালিকাশক্তি। পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী, মহান আল্লাহ সব নবী ও রাসূলকে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের বিধান এবং তা কার্যকর করার দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন।’ (সূরা হাদিদ, আয়াত-২৫)

জীবনের সবক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের গুরুত্ব অপরিহার্য। কারণ ন্যায়বিচার ছাড়া মানবজীবনের কোনো ক্ষেত্রে শান্তিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। মানবিক মর্যাদাবোধ ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ এ গুণের কারণেই সৃষ্টি হয়। নিজের অধিকার সংরক্ষণের পাশাপাশি সমাজের অপরাপর সদস্যদের অধিকারের প্রতি সচেতন থাকা জরুরি, যেন কারো প্রতি জুলুম না হয়। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে বারবার স্পষ্টভাষায় রাসূলুল্লাহ সা.-কে ইনসাফ কায়েমের নির্দেশনা দেন। ‘নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।’ (সূরা নাহল, আয়াত-৯০)

‘হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, তা তাকওয়ার নিকটতর।’ (সূরা মায়িদা, আয়াত-৮)

‘তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকাজ পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে করবে।’ (সূরা নিসা, আয়াত-৫৮)

হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়, সে বিত্তবান হোক বা বিত্তহীন, হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচাল কথা বলো অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা করো আল্লাহ তো তার সম্যক খবর রাখেন।’ (সূরা নিসা, আয়াত-১৩৫)

ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সমাজের বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের অন্তরে আশা সঞ্চার করে। কারণ ইনসাফবিহীন কোনো সমাজ কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না। সে জন্য মহানবী সা. সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় ছিলেন বদ্ধপরিকর।

স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব পরিহার : ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাসূল সা. কখনো স্বগোত্রীয় মানুষের পক্ষপাতিত্ব কিংবা স্বজনপ্রীতি দেখাননি; বরং প্রতিটি মুহূর্ত নিজের কর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে সাহাবিদের মধ্যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। হজরত আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত- মাখজুম গোত্রের এক চোর নারীর ঘটনা কুরাইশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুলল। এ অবস্থায় তারা বলাবলি করতে লাগল এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের সা. সাথে কে আলাপ করতে পারে? তারা বলল, রাসূল সা.-এর প্রিয়তম ওসামা বিন জায়েদই রা: এ ব্যাপারে সুপারিশ করার সাহস করতে পারেন।

সবাই মিলে সুপারিশের জন্য ওসামা রা:-কে নির্ণয় করলেন। ওসামা নবী সা.-এর সাথে কথা বললেন। নবী সা. বললেন, ‘তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনকারিণীর সাজা মওকুফের সুপারিশ করছ? অতঃপর নবী সা. দাঁড়িয়ে খুতবায় বললেন, তোমাদের আগের জাতিকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে যখন তাদের মধ্যে কোনো বিশিষ্ট অভিজাত লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অন্যদিকে, যখন কোনো অসহায় গরিব সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার ওপর দণ্ড জারি করত। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মদের সা. কন্যা ফাতিমাও চুরি করত; তাহলে আমি তাঁর অবশ্যই (দণ্ডবিধি অনুসারে) হাত কেটে দিতাম। (বুখারি-৩৪৭)

অমুসলিমদের মধ্যে ন্যায়বিচার : ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা অমুসলিমদের মধ্যেও সমানতালে বাস্তবায়ন করেছেন প্রিয় নবী সা.। এ ক্ষেত্রে নিজের প্রিয় সাহাবি আর অন্যজন ইহুদি হওয়ার কারণে বিন্দুমাত্র টলে যাননি; বরং আপন নীতি অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আল্লাহর রাসূল সা. বলেছেন, ‘কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মুসলিমের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, তাহলে সে আল্লাহর সমীপে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন।’ (বুখারি-২৪১৬)

ইনসাফকারীদের জন্য সম্মানের আসন : রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, কিয়ামতের কঠিন দিবসে ইনসাফের প্রতিদান কী হবে? তাদের সেই অনন্য প্রতিদান স্মরণ করিয়ে প্রিয় নবী সা. সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়ে ইনসাফের বীজ বপন করে দিয়েছেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা: থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘ন্যায়বিচারকরা (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর কাছে নূরের মিম্বরসমূহে মহামহিম দয়াময় প্রভুর ডানপাশে উপবিষ্ট থাকবেন। তার উভয় হাতই ডান হাত (অর্থাৎ সমান মহিয়ান)। যারা তাদের শাসনকাজে পরিবারের লোক এবং তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে সুবিচার করে।’ (মুসলিম-৪৬১৫)

আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সা. সমাজে ন্যায়বিচারের মানদণ্ড সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। মানবজীবনে পরিচালনা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মহানবী সা. সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনুসরণের মধ্যেই আমাদের ইহকালীন সাফল্য ও পরকালীন মুক্তির পথ নিহিত রয়েছে।

সিজদার উপকারিতা

ফেরদৌস ফয়সাল

সিজদা মানে প্রণত হওয়া। নামাজের সময় উপুড় হয়ে দুই হাঁটু ও কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে নিবেদন করা। দৈনিক পাঁচবারের নামাজে বহুবার সিজদা দিতে হয়। যাঁরা নিয়ম করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, তাঁদের অনেকের কপালে সিজদার কালো দাগ স্থায়ী হয়ে যায়। ওই দাগ পুণ্য ও সম্মানের বলে মনে করা হয়। সিজদার সম্মান শুধু দুনিয়ায় নয়, আখিরাতেও অনেক বেশি। রাসূল (সা.) তাঁর উম্মতের পরিণতি নিয়ে তাঁদের ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে যে শাফায়াতগুলো চেয়েছিলেন, তা সিজদারত অবস্থাতেই চেয়েছিলেন।

প্রখ্যাত তাবেয়ি আহনাফ ইবনুল কায়েস (রহ.) একদিন ভোরবেলায় মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করতে গিয়ে দেখেন, একজন লোক সারা রাত নামাজ পড়েছেন। যত না নামাজ পড়েছেন, তার চেয়ে বেশি সিজদা দিয়েছেন। একেকটি সিজদায় অনেক বেশি সময় নিয়েছেন। এত সময় সিজদায় দেখে মাঝেমধ্যে মনে হতো, তিনি কি সিজদার মধ্যে ইন্তেকাল করেছেন? তখন আহনাফ (রহ.)-এর মনে এই প্রশ্ন এল—এতটা সময় সিজদায় থাকলে কোন রাকাতের সিজদায় আছেন, অনেক সময় তা-ও তো ভুলে যাওয়ার কথা। এসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে তিনি সেই সিজদারত লোকটির কাছে গেলেন। এর পরেরবার যখন তাঁর নামাজ শেষ হলো, তখন আহনাফ (রহ.) তাঁকে প্রশ্ন করলেন—‘আপনি যে এত লম্বা সিজদা দিচ্ছেন, এতে রাকাতের হিসাব করতে ভুল হয়ে যায় না?’ সেই লোক উত্তর দিলেন, ‘আমি ভুল করলেও আমার রবের তো কখনো ভুল হয় না। আমি না জানলেও আমার আল্লাহ সব জানেন।’ এরপরই লোকটি বললেন, ‘আমার প্রিয়তম আমাকে বলেছেন...’ এতটুকু বলেই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বেশ কিছু সময় পর আবারও বললেন, ‘আমার প্রিয়তম আমাকে বলেছেন...’ আবারও তিনি কথা না বলে কান্না করতে শুরু করলেন।

আহনাফ (রহ.) বুঝতে পারছিলেন না, লোকটি তাঁর কোন প্রিয়তমের কথা বলছেন কিংবা তাঁর মনে এমন কোনো কষ্ট আছে, যার জন্য এতটা কান্না করছেন। তাই তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। এরপর সেই লোক বলেন, ‘আমার প্রিয়তম মানুষ রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি একবার সিজদা দিল, আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেল। আর তাঁর আমলনামা থেকে একটি করে গুনাহ মাফ হয়ে গেল।’

এ কথা শুনে আহনাফ (রহ.) চমকে উঠলেন। তিনি বললেন, ‘আপনি কে?’ সেই লোকটি উত্তর দিলেন, ‘আমি রাসূল (সা.)-এর সাহাবি আবু জর গিফারি রা.।’

এই হলো সিজদার সৌন্দর্য ও তাৎপর্য। রাসূল (সা.) মানুষের যে আমলটি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন, তা হলো সিজদা। যখনই তিনি ভালো কিছু দেখতে কিংবা ভালো কোনো খবর পেতেন, সঙ্গে সঙ্গেই রবের শুকরিয়া করার জন্য সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন, ‘নামাজের একটি রাকাতে যা করা হয়: দাঁড়ানো, হাত বাঁধা, রুকু করা—এই সবই সিজদার একটি সূচনা। সিজদা করার আগে ভূমিকা হিসেবে অন্য কাজগুলো করা হয়।’

সিজদা হলো দোয়া করার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। কারণ, সিজদায় থাকা অবস্থায় আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হওয়া যায়। এই একটি সময়ে পৃথিবীতে ফিসফিস করে যা বলা হয়, তা ঊর্ধ্বাকাশে পরিষ্কারভাবে শোনা যায়। কারণ, সিজদা করতে ঝুঁকে যাওয়ার সময় মানুষের রুহ রবের সান্নিধ্যে থাকে। জান্নাতেও রাসূল (সা.)-এর সান্নিধ্যে থাকার উত্তম উপায় হলো সিজদা।

রাসূল (সা.)-এর একজন সাহাবি ছিলেন রাবিয়া ইবনে কাবাল আল আসলামি রা.। তিনি ছিলেন গরিব। রাসূল (সা.) তাঁকে বলেছিলেন, ‘তুমি আমার কাছে কিছু একটা চাইতে পার।’ সাহাবি রাবিয়া বললেন, ‘আমি আপনার সঙ্গে এই দুনিয়ায় এবং জান্নাতেও থাকতে চাই।’ রাসূল (সা.) বললেন, ‘তাহলে তুমি সিজদায় (কাতরাতুস সুজুদে) বেশি মনোযোগী হও।’ কাতরাতুস সুজুদ অর্থ শুধু সংখ্যায় সিজদার পরিমাণ বাড়ানো নয়, বরং সিজদায় গিয়ে অনেক বেশি সময় কাটানো।

সিজদা হলো মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সবচেয়ে উত্তম পন্থা। শেখ আবদুল হামিদ কিসক (রহ.) বলতেন, ‘হে আল্লাহ, দুনিয়ায় আমাকে ইমাম হিসেবে রেখো, ইমানের সঙ্গেই চলার তৌফিক দাও এবং শেষ বিচারের দিনে আমাকে সিজদারত অবস্থায় উত্তোলিত করো। কারণ, রাসূল বলেছেন, তোমরা মৃত্যুর আগে শেষ যে কাজ করবে, সেই অবস্থাতেই তোমাদের উত্তোলিত করা হবে।’

সাহাবিরা সিজদার সময় মৃত্যু কামনা করতেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘কেউ যদি অনেক বছর ইবাদত করে সিজদায় মৃত্যুবরণ করেন। তাহলে তাঁর মতো সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই।’

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন, ‘আগে যত জাতি এসেছিল এবং তার মধ্যে যাদের ইবাদত হিসেবে নামাজ দেওয়া হয়েছিল, তাদের সবার জন্যই সিজদা দেওয়ার বিধান ছিল।’ অর্থাৎ তাদের সঙ্গে আমাদের নামাজ পড়ার ধরনে ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু সিজদা দেওয়ার নিয়ম সব যুগের নামাজেই ছিল। কিয়ামতের দিন যখন সবাইকে উত্তোলিত করা হবে, তখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে সিজদা করতে বলা হবে। সেদিন কারা সিজদা করতে পারবে আর কারা পারবে না, তার মাধ্যমেই ইমানদার আর গাফেল প্রমাণিত হয়ে যাবে।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘সেই ভীষণ সংকটের দিন যেদিন ওদের সিজদা করার জন্য ডাকা হবে, (সেদিন) কিন্তু ওরা তা করতে পারবে না, অপমানে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকবে, অথচ ওরা যখন নিরাপদ ছিল তখন তো ওদেরকে সিজদা করতে ডাকা হয়েছিল।’ (সূরা কালাম: ৪২-৪৩)

রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘কিয়ামতের দিন ইমানদারকে চেনা যাবে। কেননা তাদের কপালে সিজদার চিহ্নটি জ্বলজ্বল করে জ্বলবে।’

রাসূল (সা.) আরও বলেছেন, ‘কিছু ইমানদার ইমান আনার পরও কিছু সময়ের জন্য জাহান্নামে যাবে। কেননা তারা এমন কিছু অন্যায় করেছে, যার শাস্তি তাদের পেতে হবে। কিন্তু জাহান্নামের আগুনে তাদের সারা শরীর পুড়লেও তাদের কপালে সিজদার চিহ্নটি জাহান্নামের আগুন কখনোই স্পর্শ করতে পারবে না।’

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি হয়, যখন সে সিজদারত থাকে। অতএব, তোমরা তখন দোয়া করতে থাকো।’ (মুসলিম, হাদিস: ৪৮২)

মা-বাবা ও সন্তানের পারস্পরিক অধিকার

বিশেষ প্রতিবেদন

মহান আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের জন্য মা-বাবাকে সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের মাধ্যম বানিয়েছেন। তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সন্তানকে লালন-পালন করেন। সারা জীবন সন্তানকে আগলে রাখেন। তাই ইসলামে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে অধিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে।

কোরআনে মা-বাবার হক

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন, “আর (হে নবী) আপনার রব এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণ করবেন। যদি আপনার কাছে তাদের কেউ বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয় তাহলে তাদের ‘উফ’ বলবেন না এবং তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন না এবং তাদের উত্তম কথা বলুন। আর তাদের জন্য রহমতের ডানা প্রসারিত করে দিন আর বলুন, ‘হে আমার প্রভু, আপনি তাঁদের প্রতি তেমনি রহম করুন যেমন তাঁরা আমাকে শিশুকালে লালন-পালন করেছেন।’”

(সূরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ২৩-২৪)

হাদিসের আলোকে মা-বাবা

আবু হুরায়রা রা. বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার সর্বোত্তম সাহচর্যের বেশি অধিকারী কে? তিনি বলেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা। (বুখারি)

মা-বাবার প্রতি সন্তানের অধিকার

১. জন্মের পরপরই মৃদুস্বরে ডান কানে আজান ও বাঁ কানে ইকামত দেওয়া।
২. সুন্দর নাম রাখা।
৩. ছেলেসন্তানের জন্য দুটি এবং মেয়েসন্তানের জন্য একটি ছাগল আকিকা করা।
৪. শিশুকে পুরো দুই বছর বুকের দুধ পান করানো।
৫. সন্তানের লালন-পালন ও ব্যয়ভার বহন করা।
৬. কন্যাসন্তানদের ব্যয়ভার বহনে বেশি গুরুত্ব দেওয়া।
৭. ধর্ম ও নৈতিকতা শেখানো।
৮. সন্তানদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করা ও স্নেহ করা।
৯. সব সন্তানের প্রতি সমতা ও ন্যায় বজায় রাখা।
১০. বিয়ের উপযুক্ত হলে বিয়ের ব্যবস্থা করা।

সন্তানের প্রতি মা-বাবার হক

সন্তানের ওপর মা-বাবার ১৪টি হক আছে। এগুলোর মধ্যে জীবিত থাকাকালীন হক সাতটি এবং মৃত্যুর পর হক সাতটি। সেসব হক যথাক্রমে—

জীবিত থাকাকালীন সাতটি হক
১. তাঁদের সম্মান রক্ষা করা।
২. তাঁদের ভালোবাসা।
৩. তাঁদের আনুগত্য করা।
৪. তাঁদের খেদমত করা।
৫. তাঁদের অভাব মোচন করা।
৬. তাঁদের আরাম-আয়েশের প্রতি যত্নবান থাকা।
৭. মাঝেমধ্যে তাঁদের দেখতে যাওয়া।

মৃত্যুর পর সাতটি হক
১. ক্ষমা ও মাগফিরাতের দোয়া করা।
২. তাঁদের উদ্দেশে সৎকর্মের সওয়াব প্রেরণ করা।
৩. তাঁদের বন্ধুমহলের ও নিকটতমদের সম্মান করা।
৪. তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে সাহায্য-সহযোগিতা করা।
৫. তাঁদের ঋণ ও আমানত পরিশোধ করা।
৬. তাঁদের শরিয়তসম্মত সব অসিয়ত কার্যকর করা।
৭. মাঝেমধ্যে তাঁদের কবর জিয়ারত করা।

অন্তরে আল্লাহভীতি অর্জনের মাধ্যম

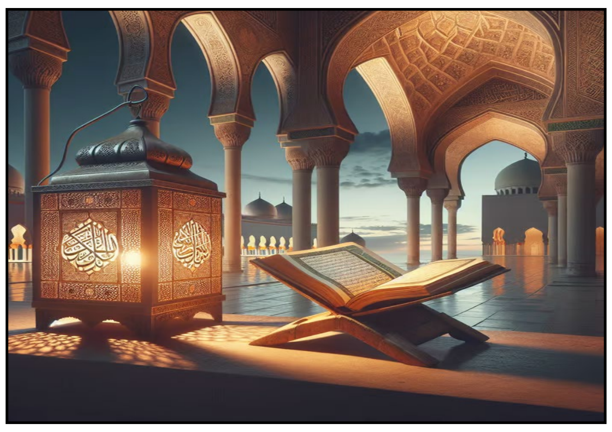

আবদুল মজিদ মোল্লা

আল্লাহভীতি মুমিনজীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ ও সৌন্দর্য। আল্লাহভীতি মানুষকে পাপাচার ও অপরাধ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে উৎসাহিত করে। পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াত ও অসংখ্য হাদিসে মুমিনদের আল্লাহভীতি অর্জনে উৎসাহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারে সঙ্গে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।'

(সূরা : তাওবা, আয়াত : ৪)

আল্লাহভীতি অর্জনের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ মুমিনের অন্তরে তাঁর ভয় ধারণ করার নানামুখী পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। যেমন—

১. ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় : আল্লাহভীরু মানুষকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনরা! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তবে আল্লাহ তোমাদের ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন; আল্লাহ অতিশয় মঙ্গলময়।'

(সূরা : আনফাল, আয়াত : ২৯)

২. পুরস্কার লাভ : তাকওয়া বা আল্লাহভীতি মুমিনের জীবনকে সংযত করে। এই সংযত জীবনের জন্য আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার। মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহর রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।' (সূরা : হুজরাত, আয়াত : ৩)

৩. মর্যাদার মাপকাঠি : ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি হলো আল্লাহভীতি। ইরশাদ হয়েছে, 'আমি তোমাদের বিভিন্ন শ্রেণি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা নিজেদের চিনতে পারো। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু।'

(সূরা : হুজরাত, আয়াত : ১৩)

আল্লাহভীতি অর্জনের মাধ্যম

প্রাজ্ঞ আলেমরা আল্লাহভীতি অর্জনের কিছু মাধ্যম বা উপায় বর্ণনা করেছেন। তার কয়েকটি হলো—

১. আল্লাহর বড়ত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা : মানুষ যখন আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি, তাঁর সৃষ্টি, রাজত্ব, ক্ষমতা ও বড়ত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তখন তার অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরিক করে তিনি তার উর্ধ্বে।' (সূরা : ঝুমার, আয়াত : ৬৭)

২. জ্ঞান অর্জন করা : সঠিক জ্ঞান মানুষের ভেতরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে। এ জন্য কোরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই আল্লাহকে বেশি ভয় করে।' (সূরা : ফাতির, আয়াত : ২৮)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু এবং তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ সম্পর্কে জানি।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২০)

৩. নেক আমল করা : আমল অন্তরে আল্লাহর ভয় সঞ্চারে সহায়ক। আল্লাহ বলেন, 'যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদের মুত্তাকি হওয়ার শক্তিদান করেন।'

(সূরা : মুহাম্মদ, আয়াত : ১৭)

৪. কোরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা : কোরআন গবেষণার মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় জানতে পারে এবং এতে তার অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'এক কল্যাণময় কিতাব, এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ তাঁর আয়াতগুলো অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা গ্রহণ করে উপদেশ।' (সূরা : সোয়াদ, আয়াত : ২৯)

৫. আল্লাহর শাস্তি স্মরণ করা : অবাধ্যদের জন্য আল্লাহ যে শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন সেগুলো স্মরণের মাধ্যমেও অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করা যায়। আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, 'তোমার প্রভুর শাস্তি তো অবশ্যম্ভাবী। এর কোনো প্রতিহতকারী নেই।' (সূরা : তুর, আয়াত : ৭-৮)

সর্বোপরি আল্লাহভীরু মানুষের সান্নিধ্য মানুষকে আল্লাহভীরু হতে সাহায্য করে। হাসান বসরি (রহ.) বলেন, 'আল্লাহ শপথ! যদি তুমি এমন মানুষের সঙ্গে মেশো, যারা তোমাকে দুনিয়ায় আল্লাহর ভয় দেখাবে। ফলে তুমি পরকালে নিরাপদ থাকবে—এটা উত্তম সেসব মানুষের সঙ্গে মেশার চেয়ে যারা তোমাকে দুনিয়ায় আশ্বস্ত করবে এবং তুমি পরকালে ভয়ের মধ্যে পরবে।' (আল ইয়াকুতুল ফরিদিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-২৮৮)

আল্লাহ সবার অন্তরে তাঁর ভয় দান করুন। আমিন।

ধর্ম বিশ্বাসের সাথে ধর্মীয় জ্ঞান অপরিহার্য

আবু আব্দুল্লাহ

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজের পঙ্কিলতা দূর করত শান্তি ফিরিয়ে আনতে কাবার অদূরে হেরা গুহায় ভাবনারত থাকাকালীন আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম যে নির্দেশ আসে তা হলো জ্ঞানার্জনের তাকিদ।আল্লাহ কর্তৃক হযরত জীবরাইল আলাইহিমুস সালাম এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল কৃত প্রথম আয়াত সমূহ হলো, 'পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।' (সূরা আলাক : ১-৫ আয়াত)।

ইসলাম ধর্মের আগমনে পৃথিবীবাসী মানুষের জন্য জাগতিক ও পারলৌকিক সকল প্রকার শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। এখান থেকে অনুধাবন করা যায়, ইসলাম বিশ্বমানবতার জন্য জ্ঞানের দ্বার কিভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।আল্লাহ সর্বপ্রথম তার নবীকে কোনো কর্মের আদেশ দেননি তার কারণ হলো না জেনে কোনো কর্ম করা যায়না।কর্ম করার আগে জানতে হয়। যারা না জেনে কর্মকরে তারা অনেকাংশে ছেলেখেলারূপ কর্ম করে। জ্ঞানবান মানুষকে সর্বপ্রথম নিজেকে চেনা উচিত।মানুষ যখন নিজেকে চেনার চেষ্টা করবে শুরুতেই তার স্রষ্টাকে স্বরণ হবে। মানুষের এতো সুন্দর অবয়ব যা সকল কিছুকে হার মানায়।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শ্রেষ্ঠতম-সুন্দর আকৃতিতে।' (সুরা তীন : আয়াত-৪)।

বস্তুত সত্য এই যে, প্রতিটি মানুষ কোন না কোন অর্থে সুন্দর।কারোর চোখ সুন্দর, কারোর চুল, কারোর হাসি, অথবা কারোর গায়ের রঙ! মানুষের এই সৌন্দর্যের ঐশ্বরিক সব লিলাখেলা স্রষ্টাকে ঘিরে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সর্বপ্রথম তার নামেই পড়তে বলেছেন। মানুষের জন্য জ্ঞানার্জন করাকে ফরজ করা হয়েছে। আমলের পূর্বশর্ত জ্ঞানার্জন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'প্রতিটি মুসলিম পুরুষের উপর দ্বীনী ইলম শিক্ষা গ্রহণ করা ফরজ। অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর দ্বীনী ইলম শিক্ষা গ্রহণ করা ফরজ।' (ইবনে মাযাহ, হাদীস নং- ২২৪)। জ্ঞানার্জনকে যেমনি ভাবে ফরজ করা হয়েছে তেমনি ভাবে জ্ঞানার্জনকারীকে সর্বোচ্চ সম্মান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'হে নবী আপনি বলে দিন, যে ব্যক্তি (কুরআন-সুন্নাহ তথা শরীয়াতের বিধান) জানে আর যে জানে না, তারা কি উভয়ে সমান গতে পারে?।' (সূরা জুমার-আয়াত ৯)। ইবেন মাজাহ ও তিরমিজির রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়, 'তাবেয়ী কাছির ইবনু ক্বায়েছ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন: আমি দামেশকের মসজিদে বিশিষ্ট সাহাবী আবুদ্দারদাহ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু এর সাথে বসা ছিলাম, এমন সময় তার নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বললেন : হে আবুদ্দারদাহ! আমি সুদূর মদিনাতুর রাসূল থেকে আপনার নিকট শুধু একটি হাদীস শুনার জন্য এসেছি। আপনি নাকি উহা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে থাকেন। তখন আবুদ্দারদাহ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বললেন : হ্যা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: তিনি বলেন; যে ব্যক্তি ইলম আন্বেষণ করার লক্ষ্যে কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তায়ালা এর বিনিময়ে তাকে জন্নাতের পথ সমূহের মধ্য থেকে একটি পথে পৌছিয়ে দেন এবং ফেরেস্তাগণ ইলম অন্বেষণকারীদের সন্তুষ্টির জন্য তাদের নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেন। এতদ্ব্যতীত যারা আলেম, তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছেন , তারা সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া করতে থাকেন।

এমনকি পানির মধ্যে অবস্থিত মাছসমূহ তাদের জন্য দোয়া করে থাকেন। আলেমের ফজিলাত সাধারণ আবেদের (ইবাদতকারী) উপর এমন, যেমন পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য তারকারাজির উপর। আর আলিমগণ হচ্ছেন নবীদের ওয়ারিশ। নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম (টাকা-পয়সা ও ধনসম্পদ) রেখে যান না। তারা মিরাস হিসেবে রেখে যান শুধু ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করলো সে সৌভাগ্যের পূর্ণ অংশ গ্রহণ করলো। (তিরমিজি, ২৬৮২, ইবনু মাজাহ, ২২৩)।

এখন কথা হলো আমার বাপ-মা মুসলিম তাই বলেই কি আমি ইসলাম ধর্ম পালন করি? আমার বাপ-মা কাফের হলে আমি কি মুসলিম হতে পারতাম? এই প্রশ্ন গুলোর দিকে নজর দিলে প্রায়ই অর্ধেক মুসলমানই সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। আমরাও আজ জাহেলি যুগের মত বাপ-দাদার ধর্ম পালন করছি। আমাদেরকে ইসলাম জানতে হবে। ইসলাম জানার পরই ইসলাম মানতে হবে। যেমনি ভাবে আইন না পড়ে আইনজীবী হওয়া যায় না, বিজ্ঞান না পড়ে বিজ্ঞানী হওয়া যায় না, ড্রাইভিং না শিখে গাড়ি চালানো যায়না তেমনি ভাবে ইসলাম না জেনে ইসলাম মানা যায় না। আমরা স্রষ্টার উপর ইমান এনেই আমাদের দায় শেষ করিনি বরং আমাদের দায়িত্ব শুরু করেছি মাত্র। কিন্তু আমরা মুসলমানরা ইমান আনার পরই আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব শেষ করেছি।

ফলে প্রকাশ্যে সোশাল মিডিয়ায় এসে স্রষ্টার নামে কালিমা ও দোয়া-দুরুদ পড়ে আত্মহত্যা করতে দেখা যায়। সম্প্রতি যে ব্যক্তিটি ফেসবুক লাইভে আত্মহত্যা করেছেন আল্লাহর প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ছিলো কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও ইসলামকে না জানার কারণে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাবে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। লোকটি ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যার ভয়াবহ পরিণতি জানলে কখনো এভাবে আত্মহত্যা করতেন বলে মনে হয়নি। ধর্মীয় জ্ঞানে গুণান্বিত ব্যক্তি নিজেকে নিজে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়না। গবেষণায় বলছে, ইসলাম জানা পন্ডিত কখনো আত্মহত্যা করেনা। যে সকল মুসলমানরা আত্মহত্যা করে তারা প্রায় সবাই নাম মাত্র মুসলমান হলেও তাদের মধ্যে ধর্মীয় তেমন কোনো জ্ঞান নেই। তাইতো আল্লাহ বলেছেন যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কখনো সমান হতে পারেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আমাদেরকে ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের মধ্যদিয়ে ধর্মকে মানার তাওফিক দান করুন। আমীন।

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব নেওয়া হবে

রুহুল আমিন

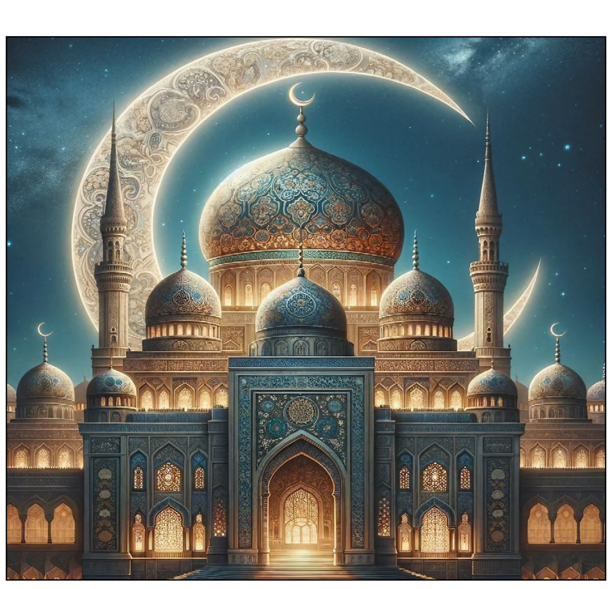

ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি। তন্মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় ভিত্তি হলো নামাজ। নামাজ আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে মহান রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য অর্জন করার জন্য, মুসলমানদের প্রতি মিরাজের উপহার। যা আল্লাহতায়ালা তাঁর পিয়ারা হাবিবকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করে মিরাজের রাতে আল্লাহ পাকের আরশে আজিমে মেহমান বানিয়ে মুসলমানদের জন্য এই উপহার প্রদান করেন। হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করার পূর্বে পবিত্র মক্কাভূমিতেই নামাজ ফরজ হয়েছিল। মক্কার অধিবাসী আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের এক প্রশ্নের উত্তরে নবীজি সম্পর্কে এভাবে পরিচয় দান করেন যে এই নবী আমাদিগকে নামাজ, সত্যবাদিতা ও সংযমশীলতার আদেশ করিয়া থাকেন (বোখারি-১৭৭) নবীজি ইরশাদ করেন : কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সালাত বা নামাজের হিসাব হবে। যদি সালাত ঠিক হয় তবে তার সব আমল সঠিকভাবে হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। আর যদি সালাত বিনষ্ট হয় তবে তার সব আমলই বিনষ্ট বিবেচিত হবে।

(তিরমিজি-২৭৮) আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের নামাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কোরআনুল কারিমে ৮২ বার নামাজের কথা বলেছেন। মহান রাব্বুল আলামিন বলেন, পাপীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তোমরা কেন জাহান্নামে যাইতেছ? তারা বলবে আমরা নামাজি ছিলাম না, মিসকিনদের আহার করাইতাম না, অন্যের দোষ তালাশকারীদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম, যার কারণে আজ আমরা জাহান্নামে যাচ্ছি। (সূরা মুদ্দাসসির-৪০/৪৫) অন্য আয়াতে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন : মুমিনগণ সফলকাম, যারা তাদের সালাতে নম্রতা ও ভয়ভীতির সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়। (সূরা মুমিনুন-১/২) অন্যত্র ইরশাদ করেন : আর যারা তাদের নিজেদের নামাজ যত্নের সহিত হেফাজত করে অর্থাৎ যথাযথভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নামাজ আদায় করে, তারাই জান্নাতে অতি সম্মান ও ইজ্জতের সঙ্গে বসবাস করবে। (সূরা মাআরিজ ৩৪/৩৫) আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন : ওই সব নামাজির জন্য বড়ই আফসোসের বিষয় যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী ও উদাসীন থাকে, (সূরা মাউন-৪/৫) আল্লাহতায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন : আর যারা তাদের নামাজে যত্নবান তারাই জান্নাতের ওয়ারিশ, যারা ফিরদৌসের ওয়ারিশ হবে এবং তথায় তারা চিরকাল থাকবে, (সূরা মুমিনুন-৯, ১০, ১১) আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন : নিশ্চয়ই নামাজ অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।

নামাজ মহান রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য লাভ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা বেশি বেশি করে আল্লাহর জন্য সেজদা, সালাত আদায় করতে থাকো, তোমার প্রতিটি সেজদার কারণে আল্লাহতায়ালা তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার গুনাহ মাফ করবেন, (মুসলিম শরিফ-৭৩৫) নবীজি বলেন : বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করে তখন, যখন সে সেজদারত থাকে, সুতরাং তোমরা সেজদা অবস্থায় বেশি বেশি প্রার্থনা কর। (মুসলিম শরিফ-৭৪৪) নবীজি আরও বলেন : সালাত পাপমোচনকারী এবং ছোট ছোট গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত রূপ, এক জুম্মা হতে আরেক জুম্মা মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের প্রায়শ্চিত্ত করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবিরা গুনাহে লিপ্ত না হয়, (মুসলিম-৩৪৪) নবীজি বলেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সালাত ছেড়ে দিল সে যেন কুফরি করল, (বোখারি) নবীজি অন্যত্র ইরশাদ করেন : বান্দা যখন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে, তখন তার গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেমন বৃক্ষের পাতা ঝরে, (মুসনাদে আহমদ) একজন মুমিন ইমান আনার পর সর্বপ্রথম নামাজের আমলের ব্যাপারে নির্দেশিত হয়। এই আমলের ক্ষেত্রে ধনী-গরিব, আজাদ-গোলাম, নারী-পুরুষের কোনো বিভেদ নেই। মৃত্যুর আগপর্যন্ত প্রত্যেক মুমিনের ওপর ফরজ। একজন কাফের ও মমিনের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ। একজন অসুস্থ, মুসাফির, এমনকি ভয়াবহ ইসলামিক যুদ্ধে লিপ্ত মুজাহিদের জন্যও নামাজ ছেড়ে দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহতায়ালা আমাদের প্রিয় নবীর জন্য পৃথিবীর সর্বত্র জায়গাকে নামাজের জায়গা বানিয়েছেন।

আল্লাহতায়ালা প্রথমে মেরাজের রজনীতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছিলেন, তারপর আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি দয়া করে তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেন এবং ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের আশায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব দান করবেন। উম্মতের দরদি পিয়ারা নবী মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্বে বারবার বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিলেন, তদুপরি তিনি উম্মতকে নামাজের ব্যাপারে সর্বশেষ বারবার তাগিদ দিয়েছেন। কেননা কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সব আমলের মধ্যে নামাজের হিসাব হবে। যার নামাজ সঠিক হবে, তার অন্যান্য হিসাব সহজ হবে। আল্লাহতায়ালা আমাদের যথাযথভাবে নামাজ আদায় করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ আমানতদারিতা

মুহাম্মদ হাসান

পরামর্শ শব্দের অর্থ, উপদেশ প্রদান করা। এখান থেকে এটি পরামর্শক বা উপদেষ্টা হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। আর বর্তমানে কাউকে কোনো বিষয়ে পরামর্শক নিয়োগ বা উপদেষ্টা হিসেবে মনোনীত করা; এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানিত একটি পদ বিশেষও বটে। এজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো কাজে উপদেষ্টা নিয়োগ করতে দেখা যায়। বিশেষ করে, রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ এক বা একাধিক ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসেবে মনোনীত করা হয়। যারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সময়োপযোগী পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। আর গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ অনুযায়ী একটি দল-মত-প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে ভবিষ্যতের জন্য করণীয় নির্ধারণ করেন। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাক্সিক্ষত উদ্দেশ্য লাভে অগ্রসর হন। ব্যক্তি, দেশ জাতি ও আপামর জনগণ তা থেকে উপকৃত হন। বাস্তবে এমন উপদেশ বা পরামর্শই হলো জনবান্ধব ও জনকল্যাণমুখী। যাতে সব ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী ও পেশার মানুষ উপকৃত হয়। হাদিসে রাসূল সা. বলেছেন, ইসলাম হচ্ছে সদুপদেশ বা কল্যাণকামিতার নাম। সাহাবিরা বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য কল্যাণ কামনা? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের জন্য। (সহি মুসলিম)

একজন উপদেষ্টা বা পরামর্শদাতাকে মনে রাখতে হবে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব তাকে প্রদান করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি আমানত। দায়িত্ব পালন করাও একটি আমানত। হাদিসে দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জবাবদিহিতার কথাও বলা হয়েছে। অবশ্যই প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হবে। যেমন- জনগণের শাসক তাদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। (সহিহ বুখারি)

হাদিসে একজন পরামর্শক বা উপদেষ্টার দায়িত্বকে গুরুত্বপূর্ণ আমানত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যার কাছে পরামর্শ কামনা করা হয়, তিনি হলেন একজন আমানতদার। তার দায়িত্ব হলো সঠিক পরামর্শ প্রদান করা। সাহাবি হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, যার কাছে (কোনো বিষয়ে) পরামর্শ চাওয়া হয়। তিনি একজন আমানতদার। (সুনানে তিরমিজি)

একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে অবশ্যই বাহ্যিক জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী হতে হবে। ধার্মিক আল্লাহভীতি সম্পন্ন হতে হবে। ধৈর্যশীল হতে হবে। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো সৎ সাহস থাকতে হবে। কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগেও; পরামর্শ করতে হবে। নিকটতম আস্থাভাজন বিজ্ঞ মানুষের সাথে কথা বলে, আলোচনা পর্যালোচনা করে তবেই সিদ্ধান্তে পেঁছতে হবে। নয়তো হিতে বিপরীত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। নিজস্ব মতামত তুলে ধরার আগে বিষয়টির বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও সঠিক চিন্তাভাবনা করতে হবে। কোনো ব্যক্তি বা বিশেষ শ্রেণী গোত্রের বিরুদ্ধে কোনো মতামত গ্রহণ করা যাবে না। ধর্মীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোনো আচরণ প্রকাশ করা যাবে না। প্রত্যেককে তার নিজ নিজ ধর্ম পালনে এবং ধর্মীয় বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আর অবশ্যই সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, সহিংসতা উসকে দেয়; এমন কোনো কাজ বা সিদ্ধান্তকে কখনোই প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। নিজের মতকেই জোর করে কারও ওপর চাপিয়ে দেয়ার মতো দুঃসাহস করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। এজন্য আচরণে নম্রতা ও ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে। কারো সাথে কঠিন ও কঠোর আচরণ করা কখনোই উচিত হবে না। অহঙ্কার ও দাম্ভিকতাও যেন প্রকাশ না পায় এ বিষয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। যাতে প্রিয়নবী সা.কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর অনুগ্রহে আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলেন। আপনি যদি রূঢ় ও কঠোর হতেন, তবে তারা আপনার কাছ থেকে সরে যেত। সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করুন। তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর (কোনো) কাজের বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। এরপর আপনি কোনো সংকল্প গ্রহণ করলে, আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা (তাঁর ওপর) নির্ভরকারীদের ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশেষ কিছু দিক উঠে এসেছে। আপনি যদি কোমল ও নরম না হয়ে কঠিন হতেন, তবে লোকজন আপনার কাছে না এসে আরো দূরে সরে যেত। কাজেই আপনি মানুষের সাথে ব্যবহারে ক্ষমাসুন্দর আচরণ করুন। অর্থাৎ মুসলমানদের মনোতুষ্টির জন্য পরামর্শ করুন। এ আয়াত থেকে পরামর্শের গুরুত্ব, উপকারিতা প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতা প্রমাণিত হয়। পরামর্শ করার এ নির্দেশ কারো ওয়াজিব এবং কারো জন্য মুস্তাহাব। (তাফসিরে ইবনে কাসীর)

ইমাম শাওকানি রহ: লিখেছেন যে, 'দায়িত্বশীল শাসকদের জন্য আবশ্যক হলো, তাঁরা এমন সব বিষয়ে আলেম জ্ঞাতদের সাথে পরামর্শ করবেন, যেসব বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান নেই অথবা যে ব্যাপারে তাঁরা সমস্যার সম্মুখীন হন। (তাফসিরে আহসানুল বয়ান)

চ্যাম্পিয়ন আল আইনকে ৫-১ গোলে হারিয়ে রোনাল্ডোদের নির্মম প্রতিশোধ

আপনজন ডেস্ক: এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আল আইন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সেই দলটিকে কাল রাতে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর আল নাসর। দলের দ্বিতীয় গোলটি করেছেন পর্তুগিজ তারকা। এই জয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ এলিটের পশ্চিমাঞ্চলে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে তিনে উঠে গেছে সৌদি ক্লাবটি।

বড় এই জয়ে প্রতিশোধ নেওয়াও হয়ে গেল আল নাসরের। গতবার এই আল আইনের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বিদায় নিয়েছিলেন রোনাল্ডোরা।

৪ ম্যাচের ৩টিতে জয়ী আল নাসরের পয়েন্ট ১০। রোনাল্ডোদের ওপরে থাকা দুটি ক্লাবও সৌদি আরবের—আল হিলাল ও আল আহলি। দুটি ক্লাবেরই পয়েন্ট ১২, তবে গোল পার্থক্যে এগিয়ে শীর্ষে আল হিলাল।

অ্যান্ডারসন তালিসকার গোলে ৫ মিনিটেই এগিয়ে যায় আল নাসর। রোনাল্ডো গোলটি করেছেন ৩১ মিনিটে। সেনেগাল তারকা সাদিও মানের দূরপাল্লার শট আল আইনের গোলরক্ষক ঠেকিয়ে দিলেও বলটি পড়ে রোনাল্ডোর সামনে। সিআরসেভেন ফিরতি শটে পেয়ে যান গোল।

৬ মিনিট পর আল আইন আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে যায় ৩-০ গোলে। ৫৬ মিনিটে আরেকটি আত্মঘাতী গোল, এবার অবশ্য সেটি করেন আল নাসরের বেন্তো। ৮১ মিনিটে ৪-১ গোলে এগিয়ে যাওয়া আল নাসর যোগ করা সময়ে তালিসকার আরেকটি গোলে শেষ পেরেকটি ঠোকে আল আইনের কফিনে।

পূর্বাঞ্চলে শীর্ষে আছে জাপানের ভিসেল কোবে। কাল দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়াংজু এফসিকে ২-০ গোলে হারিয়ে উঠেছে শীর্ষে।

চ্যাম্পিয়নস লিগ

বার্নাব্যুতে আবারও বিধ্বস্ত রিয়াল মাদ্রিদ

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদ ১: ৩ এসি মিলান

লা লিগায় ‘এল ক্লাসিকো’য় বার্সেলোনার কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পর ব্যালন ডি’অর-বিপর্যয়। ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য রিয়াল মাদ্রিদের প্রয়োজন ছিল দুর্দান্ত একটি জয়। আজ ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে এসি মিলানের বিপক্ষে তেমন একটি জয়ের খোঁজেই মাঠে নেমেছিল রিয়াল। কিন্তু খারাপ সময়কে মোটেই জবাব দিতে পারেনি মাদ্রিদের ক্লাবটি। উল্টো মিলানের কাছে ৩-১ গোলে হেরেছে তারা। ঘরের মাঠে রিয়ালের টানা দুই হার, অবিশ্বাস্যই বটে!

চলতি মৌসুমে এটি রিয়ালের তৃতীয় হার। অথচ গত মৌসুমে সব মিলিয়ে মাত্র দুই ম্যাচ হেরেছিল ক্লাবটি। এদিন ম্যাচের শুরুতেই ভ্যালেন্সিয়ায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্দেশে শোক প্রকাশ করা হয়। আর খেলা শুরু হতেই আক্রমণকে পাখির চোখ করে রিয়াল।

ম্যাচের শুরুতেই পরপর দুটি সুযোগও তৈরি করে রিয়াল। যদিও অল্পের জন্য গোল দুটি মিস করেন এমবাপ্পে। রিয়ালের আক্রমণের বিপরীতে মিলানকে এ সময় প্রতি-আক্রমণের ওপরই বেশি নির্ভর করতে হচ্ছিল। যদিও শুরুতে সে সুযোগও খুব বেশি মিলছিল না।

এরপরও অবশ্য স্রোতের বিপরীতে ম্যাচের প্রথম গোলটা মিলানই করেছে। ১২ মিনিটের মাথায় মাদ্রিদকে স্তব্ধ করে এগিয়ে যায় মিলান। কর্নার থেকে উড়ে আসা বলকে হেডে জালে জড়িয়ে অতিথিদের এগিয়ে দেন মালিক থিয়াও। পরের মিনিটে অবশ্য দারুণ এক আক্রমণ থেকে সমতা ফেরানোর সুযোগ এসেছিল রিয়ালের সামনে। তবে পরপর দুটি সুযোগ নষ্ট করেন এমবাপ্পে ও ভিনিসিয়ুস।

আক্রমণের ধারায় ম্যাচের একটু পর পেনাল্টি আদায় করে নেন ভিনিসিয়ুস। স্পট কিকে ম্যাচের ২৩ মিনিটে পানেনকা শটে গোল করে রিয়ালকে সমতায় ফেরান ভিনিসিয়ুস। সমতায় ফিরে রিয়াল চেষ্টা করছিল এগিয়ে যাওয়ার। তবে মিলানের দৃঢ়তায় খুব বেশি সুবিধা করতে পারছিল না তারা। এর মধ্যে প্রথম গোল পাওয়ার পর আত্মবিশ্বাসও দারুণভাবে বেড়ে যায় মিলানের। যার ফলে রিয়াল না পারলেও ৩৮ মিনিটে মাদ্রিদকে ফের হতাশায় ভাসিয়ে এগিয়ে যায় মিলান।

রিয়ালের ভুলেই আক্রমণটি গড়েছিল ইতালিয়ান ক্লাবটি। শুরুতে অবশ্য রাফায়েল লিয়াওয়ের শট ঠেকিয়ে দেন রিয়াল গোলরক্ষক আন্দ্রে লুনিন। তবে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ঠিকই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন আলভারো মোরাতা। ৪৩ মিনিটে বল পেয়ে দারুণ গতিতে মিলানের বক্সের ঢুকে শট নেন এমবাপ্পে। তবে মিলান গোলরক্ষক মাইক মানিয়াঁর দৃঢ়তায় সমতায় ফেরা হয়নি রিয়ালের। পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যেতে হয় রিয়ালকে।

বিরতির পর দুটি পরিবর্তন আনে রিয়াল। অরেলিয়েঁ চুয়ামেনির জায়গায় আসেন ব্রাহিম দিয়াজ এবং ফেদে ভালভের্দের জায়গায় আসেন এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা। দুই পরিবর্তন নিয়ে শুরু থেকেই গোলের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে রিয়াল। দ্রুত সুযোগও তৈরি করে। তবে তা গোলের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

জোড়া অর্ধ শতরানের সুবাদে র‍্যাকিংয়ের শীর্ষ দশে পন্ত

আপনজন ডেস্ক: ওয়াংখেড়ে টেস্টে নায়ক হতে হতেও পারেননি ঋষভ পন্ত। তবে ঠিকই জোড়া ফিফটির মূল্য পেয়েছেন বাঁহাতি ব্যাটার। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্টে ২৫ রানে হারলে উভয় ইনিংসে ফিফটি করায় ব্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে তার। আইসিসির সাপ্তাহিক হালনাগাদে আজ ব্যাটারদের তালিকায় শীর্ষ দশে জায়গা করে নিয়েছেন পন্ত। প্রথম ইনিংসের ৬০ রানের বিপরীতে দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৪ রান করায় ৫ ধাপ উন্নতি হয়ে তার। ৭৫০ রেটিং নিয়ে বর্তমানে ৬ নম্বরে তিনি। একই টেস্টে ৮২ ও ২১ রানের ইনিংস খেলে শীর্ষ দশে জায়গা পেয়েছেন ড্যারিল মিচেল। ৮ ধাপ উন্নতি হওয়া নিউজিল্যান্ডের ব্যাটার আছেন পন্তের ঠিক পরেই স্থানে, ৭ নম্বরে। পন্ত-মিচেলকে জায়গা দিতে দুই ধাপ করে অবনতি হয়েছে যথাক্রমে উসমান খাজা, সৌদ শাকিল, মারনাস লাবুশানে ও কামিন্দু মেন্ডিস। অবনতি হয়েছে ছন্দে না থাকা রোহিত শর্মা - বিরাট কোহলিরও। ৮ ধাপ পিছিয়ে ২২ নম্বরে নেমে যাওয়া কোহলির বিপরীতে ২ ধাপ পেছানো রোহিত আছেন ২৬ নম্বরে। অন্যদিকে যশস্বী জয়সোয়ালের (৪) এক ধাপ অবনতি হওয়ায় শীর্ষ তিনে উঠেছেন হ্যারি ব্রুক (৩ নম্বর)।

বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৭৭ রানে দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলে সপ্তাহের সবচেয়ে বড় লাফ দিয়েছেন টনি ডি জর্জি। দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁহাতি ব্যাটার ৩২ ধাপ এগিয়ে ৩৮ নম্বরে আছেন। ৯০৩ রেটিং নিয়ে যথারীতি শীর্ষে আছেন জো রুট।

বোলিংয়ে ওয়াংখেড়ে টেস্টের দুই ইনিংসেই ৫ উইকেট নেওয়া রবীন্দ্র জাদেজা ২ ধাপ এগিয়ে ৬ নম্বরে উঠেছেন। তবে তার সতীর্থ রবীচন্দ্রন অশ্বিনের এক ধাপ অবনতি হওয়ায় ৪ নম্বরে উঠেছেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার প্যাট কামিন্স। শীর্ষ তিনে যথারীতি কাগিসো রাবাদা (১), জশ হ্যাজলউড (২) ও জাসপ্রিত বুমরাহ (৩)।

অন্যদিকে জাদেজার মতোই একই টেস্টে উভয় ইনিংসেই ৫ টি করে উইকেট নেওয়া ম্যাচসেরা এজাজ প্যাটেলের (১১) উন্নতি হয়েছে ১২ ধাপ। নিউজিল্যান্ডের বাঁহাতি স্পিনার বর্তমানে ২২ নম্বরে। আর বাংলাদেশের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্টে দুই ইনিংস (২ ও ৫) মিলিয়ে ৭ উইকেট নেওয়া কেশব মহারাজ ৪ এগিয়ে ১৯ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছেন। অন্যদিকে ওয়ানডেতে ক্যারিয়ারের ১৭ তম সেঞ্চুরি করে ৫ ধাপ এগিয়ে সীমিত সংস্করণটির তালিকায় ১২ নম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটার শাই হোপ। ৮২২ রেটিং নিয়ে শীর্ষে আছেন বাবর আজম। শীর্ষ দশে কোনো পরিবর্তন নেই। বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে ২ উইকেট নিয়ে ৩ ধাপ এগিয়েছেন পাকিস্তানের পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি। ৬৫৫ রেটিং নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার লেগস্পিনার অ্যাডাম জাম্পার সঙ্গে যৌথভাবে ৪ নম্বরে তিনি। শীর্ষ তিনে কোনো পরিবর্তন নেই। ৬৭৪ রেটিংয়ে চূড়ায় আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁহাতি স্পিনার মহারাজ।

গম্ভীরের প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা চাইবে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড

আপনজন ডেস্ক: নিউজিল্যান্ডের কাছে নিজেদের মাটিতে টেস্ট সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হওয়ার ঘটনা সমর্থকদের বড়সড় ধাক্কা দিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও (বিসিসিআই) নড়েচড়ে বসেছে।

ঘরের মাঠে সব ধরনের সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও ব্যর্থ হওয়ায় প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকবে বিসিসিআই। এমনটাই জানিয়েছে ভারতের অন্যতম শীর্ষ সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া।

সংবাদমাধ্যমটি তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, নিজেদের মাটিতে সাম্প্রতিক সিরিজগুলোয় পেস-সহায়ক উইকেটে ভালো করলেও টিম ম্যানেজমেন্ট নিউজিল্যান্ড সিরিজে পিচ কিউরেটরদের স্পিনবান্ধব উইকেট বানানোর নির্দেশ দেয়। এতে গম্ভীরেরও ‘ইন্ধন’ ছিল। গম্ভীর চেয়েছিলেন কিউইদের ঘূর্ণি-বাঁকে ফেলে সহজেই সিরিজ জিতে যাবেন।

গম্ভীরের চাওয়া মতো পিচ বানিয়েও নিউজিল্যান্ডের কাছে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত

গম্ভীরের চাওয়া মতো পিচ বানিয়েও নিউজিল্যান্ডের কাছে ধবলধোলাই হয়েছে ভারতএএফপি

কিন্তু হয়েছে এর উল্টোটা। এজাজ প্যাটেল, মিচেল স্যান্টনার, গ্লেন ফিলিপস, ইশ সোধিদের স্পিনে দিশাহারা হয়ে উঠেছিলেন বিরাট কোহলি, শুবমান গিল, রবীন্দ্র জাদেজারা।

স্পিন-স্বর্গ হিসেবে ভারতের পিচগুলোর সুখ্যাতি আছে। যুগে যুগে স্পিনবান্ধব পিচ বানিয়েই নিজেদের মাঠে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে এসেছে ভারত। কিন্তু রাহুল দ্রাবিড় কোচ হওয়ার পর পুরোনো ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসে টিম ম্যানেজমেন্ট। এশিয়ার বাইরেও ভালো করতে (বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায়) দেশের মাটিতেও পেস-সহায়ক উইকেট তৈরির পক্ষে মত দেন দ্রাবিড়। তাঁর অধীন শেষ টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডকে ৪-১ ব্যবধানে উড়িয়ে দেয় ভারত।

কিন্তু গম্ভীর কোচ হওয়ার পর আবারও প্রতিপক্ষকে স্পিন ফাঁদে আটকানোর পরিকল্পনায় ফিরে যায় টিম ম্যানেজমেন্ট। মূলত বেঙ্গালুরুর সিমিং কন্ডিশনে নিউজিল্যান্ডের পেসারদের কাছে ধরাশায়ী হওয়ার পরই পুনে ও মুম্বাইয়ে শেষ দুই টেস্ট স্পিন-সহায়ক উইকেট বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। এ ধরনের প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্ত নেওয়াতেই গম্ভীরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে বিসিসিআই।

টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বোর্ডের একটি সূত্র বলেছে, স্পিন-সহায়ক উইকেট বানানোর সিদ্ধান্ত বোর্ডের কয়েকজনকে বিস্মিত করেছে। দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গৌতম গম্ভীর ও তাঁর নতুন সাপোর্ট স্টাফদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে, এ ব্যাপারে তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হবে। ভারতের প্রধান কোচ হতে বিসিসিআইকে কিছু শর্ত দিয়েছিলেন গম্ভীর। খেলোয়াড়ের ভূমিকায় দুটি বিশ্বকাপ জেতা সাবেক এই ওপেনারের সব শর্ত ও দাবিদাওয়া মেনে নিয়েছে বোর্ড। তাঁর চাওয়া মতো রায়ান টেন ডেসকাট, মরনে মরকেল ও অভিষেক নায়ারকে সহকারী কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রত্যাশিত ফল পাচ্ছে না ভারত।

গম্ভীর তাঁর সহকারীদেরও বেছে নিয়েছেন পছন্দমতো

গম্ভীর তাঁর সহকারীদেরও বেছে নিয়েছেন পছন্দমতোবিসিসিআই

নিউজিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার আগে শ্রীলঙ্কা সফরে ২-০ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ হেরেছে গম্ভীরের দল, যা ছিল ২৭ বছর পর লঙ্কানদের কাছে ভারতীয়দের প্রথম ওয়ানডে সিরিজ হার।

সব চাওয়া পূরণের পাশাপাশি গম্ভীরকে অস্ট্রেলিয়া সফরের স্কোয়াড সাজাতে নির্বাচক কমিটির সভাতেও ডাকা হয়। নির্বাচক কমিটির সভায় প্রধান কোচকে আমন্ত্রণ জানানোর ঘটনাও বিসিসিআইয়ের ইতিহাসে প্রথম।

তবে ওই সূত্র টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেছে, ভবিষ্যতে এমন সিদ্ধান্ত থেকে তারা সরে আসতে পারে, ‘গম্ভীর এখন পর্যন্ত যেসব দাবি করেছে, সবই পূরণ করা হয়েছে। সে তার পছন্দমতো কোচিং স্টাফ পেয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সফরের দল বেছে নিতেও তাকে নির্বাচক কমিটির সভায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে বোর্ডকে সিদ্ধান্তগুলো পুনর্বিবেচনা করতে হতে পারে এবং গম্ভীরের কাছে একটি রোডম্যাপ চাওয়া হতে পারে।’ বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে অংশ নিতে ১০ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা ভারতীয় দলের। অন্য দলগুলোর ওপর নির্ভর না করে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে হলে পাঁচ ম্যাচের সেই সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে ৪-০ ব্যবধানে হারাতে হবে। কাজটা যে ভীষণ কঠিন হতে চলেছে, গম্ভীর নিশ্চয় এখন থেকেই উপলব্ধি করতে পারছেন।

জেদ্দায় হতে যাওয়া আইপিএলের মেগা নিলামে নাম লিখিয়েছেন ইতালির এক ক্রিকেটার। নিলামে নিবন্ধনকৃত তালিকায় অনেক বড় বড় ক্রিকেটারের পাশেই আছে ইতালির পেসার টমাস দ্রাকার নাম। ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি লিগের জন্য মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ফ্র্যাঞ্চাইজি মুম্বাই এমিরেটস তাঁকে দলে নিয়েছে। টুর্নামেন্টটির পরবর্তী আসর জানুয়ারিতে।

অনুষ্টুপের দুরন্ত সেঞ্চুরিতে কর্নাটকের বিরুদ্ধে স্বস্তিতে বাংলা

আপনজন ডেস্ক: মুখোমুখি বাংলা বনাম কর্নাটক। রঞ্জি ট্রফি এলিট ২০২৪-২৫ প্যানেলের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বেঙ্গালুরুর এম.চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছে বাংলা বনাম কর্নাটক। শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে সেই ম্যাচ।

এদিন টসে জিতে বোলিং-এর সিদ্ধান্ত নেয় কর্নাটক। প্রাথমিকভাবে দেখে মনে হয় যে, তাদের সেই সিদ্ধান্ত সঠিক। কারণ, ওপেনার শুভম দে খালি হাতে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। তবে আরেক ওপেনার সুদীপ চ্যাটার্জি হাল ধরেন। তাঁর সংগ্রহে ৫৫ রান। এরপর মিডল অর্ডারে সুদীপ ঘরামি সেইভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। মাত্র ৫ রানে আউট হন তিনি। তবে অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার দুর্দান্ত একটি ইনিংস উপহার দেন শতরান পান তিনি, সংগ্রহে ১০১ রান। আপাতত প্রথম দিনের শেষে, বাংলার স্কোর ৫ উইকেট হারিয়ে ২৪৯ রান। অভিলীন ঘোষ ফিরে গেছেন ২২ রান। ক্রিজে শাহবাজ আহমেদ ৫৪ রানে এবং উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান ঋদ্ধিমান সাহা ৬ রানে অপরাজিত আছেন। অন্যদিকে, কর্নাটকের হয়ে ৩টি উইকেট নিয়েছেন বাসুকি কৌশিক। এছাড়াও ১টি করে উইকেট পেয়েছেন অভিলাষ শেট্টি এবং শ্রেয়স গোপাল। সবমিলিয়ে, কিছুটা সুবিধাজনক জায়গায় বাংলা। রঞ্জি ট্রফির এলিট ২০২৪-২৫ প্যানেলের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ চলছে বেঙ্গালুরুর এম.চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। সেখানে মুখোমুখি হয়েছে বাংলা বনাম কর্নাটক। শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ম্যাচ।

ট্রাম্পের জয় কোহলির জন্যও সুখবর

আপনজন ডেস্ক: কোনো দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সঙ্গে খেলাধুলার কী সম্পর্ক? এককথায় উত্তর হলো, কোনো সম্পর্ক নেই। তবে দৈব বা কাকতাল বলে একটা ব্যাপার আছে। এর কোনো ব্যাখ্যা হয় না। বাস্তবসম্মত যুক্তিতে বিষয়গুলো ধারণ করাও অসম্ভব। যেমন ধরুন, ওয়ানডেতে শচীন টেন্ডুলকার, রোহিত শর্মা ও বীরেন্দর শেবাগের ডাবল সেঞ্চুরির ম্যাচে ভারত জিতেছে ১৫৩ রানে। কিংবা ২০১১ সালের ৯ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে শুরু হওয়া কেপটাউন টেস্টের তৃতীয় দিনে (১১ নভেম্বর) ম্যাচের পরিস্থিতি ছিল বেলা যখন ১১টা বেজে ১১ মিনিট, তখন দক্ষিণ আফ্রিকার জিততে প্রয়োজন ১১১ রান! সময়ের কাঁটা বলছিল তখন ১১/১১/১১! এর বাইরেও ক্রিকেটে কাকতালীয় আরও অনেক ঘটনা আছে। যেমন ধরুন অ্যালেক স্টুয়ার্টের ক্যারিয়ার। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়কের জন্মতারিখ ৮/৪/১৯৬৩। ক্যারিয়ার শেষে তাঁর মোট রান ৮৪৬৩! ক্রিকেটের বাইরে অন্যান্য খেলায়ও নিশ্চয়ই এমন অনেক কাকতালীয় ঘটনা আছে। সেসব যেহেতু অপ্রাসঙ্গিক, তাই ফেরা যাক প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রসঙ্গে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যে নির্বাচনে জিতে দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কাকতাল হলো, ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সঙ্গে ভারতের সাবেক অধিনায়ক বিরাট কোহলির রানে ফেরার ব্যাখ্যাতীত এক যোগসূত্র আছে। ব্যাপারটি কেমন, সেটি ব্যাখ্যা করা যাক। তিন সংস্করণ মিলিয়ে কোহলি তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা সময় কাটিয়েছেন ২০১৬ সালে। তিন সংস্করণ মিলিয়ে ব্যাটিং গড় ছিল ৮৬.৫০। সেঞ্চুরি ৭টি, ১৩ ফিফটি। সে বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ও হয়েছিলেন কোহলি। তামিম ইকবাল ৬ ম্যাচে সর্বোচ্চ ২৯৫ রান করলেও ৫ ম্যাচে কোহলি করেছিলেন ২৭৩ রান। সে বছর আইপিএলেও হেসেছে কোহলির ব্যাট। ১৬ ম্যাচে সর্বোচ্চ ৯৭৩ রান করেছিলেন। টেস্টে সে বছর তিনটি ডাবল সেঞ্চুরিও মেরেছিলেন কোহলি। আর ২০১৬ সালের নভেম্বরেই প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন ট্রাম্প। পরের চার বছরে সমসাময়িক ব্যাটসম্যানদের মধ্যে নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যান কোহলি। পরিণত হন রান মেশিনে। ২০১৭ সালে তিন সংস্করণ মিলিয়ে ৪৬ ম্যাচে ৬৮.৭৩ গড়ে ২৮১৮ রান করেন কোহলি। ১১ সেঞ্চুরি ও ১০টি ফিফটি। পরের বছর ৩৭ ম্যাচে ৬৮.৩৭ গড়ে করেন ২৭৩৫ রান। এবারও সেঞ্চুরি ১১টি, ফিফটি ৯টি। ২০১৯ সালে এসেও তাঁর রানগড় ৬০-এর ঘরে ছিল। ৪৪ ম্যাচে ৬৪.৬০ গড়ে ২৪৫৫ রান। ৭ সেঞ্চুরি ও ১৪ ফিফটি। ট্রাম্প প্রথমবার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তাঁর মেয়াদের শেষ বছরে (২০২০) তুমুল সমালোচিত হয়েছিলেন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ও বিতর্কিত মন্তব্য করে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ২০২০ সালে কোহলির ব্যাটেও রানের ধারা কমেছে। ২২ ম্যাচে ৩৬.৬০ গড়ে ৮৪২ রান। সেঞ্চুরি নেই, ফিফটি ৭টি। ২০২৩ সালে এসে কোহলির ব্যাটে রানের ফল্গুধারা আবারও দেখা গেছে। ৩৫ ম্যাচে ৬৬.০৬ গড়ে করেন ২০৪৮ রান। ৮ সেঞ্চুরি ও ১০ ফিফটি। কিন্তু এ বছর এসে কোহলি তাঁর ১৭ বছরের ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বাজে সময় কাটাচ্ছেন। তিন সংস্করণ মিলিয়ে ১৯ ম্যাচে ২০.৩৩ গড়ে ৪৮৮ রান করেছেন এখন পর্যন্ত। সেঞ্চুরি নেই, ফিফটি দুটি। নিউজিল্যান্ডের কাছে ভারত ঘরের মাঠে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হওয়ার পর অনেকেই টেস্ট থেকে কোহলির অবসর নেওয়ার দাবিও তুলেছেন। কিন্তু কাকতাল কিংবা দৈবে বিশ্বাসীরা ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর আশার হালে পানি খুঁজে পেতে পারেন। ৩৬ বছর বয়সী কোহলি এবার নিশ্চয়ই রানে ফিরবেন; কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যে ট্রাম্প!

নামী, তবে দামি নয়
নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন
ডিজিটাল প্রিন্টেড আলমারি
নন-প্রিন্টেড কালার আলমারি
RIMEX
We Make Furniture For Needs
ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৭৩২৮৮০১১০
Since 2011
প্রিমিয়ার কোয়ালিটি
পাউডার কোটেড

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা
নাবাবীয়া মিশন
প্রাথমিক বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
মাইনান, খানাকুল, হুগলী -৭১২৪০৬
ADMISSION OPEN
বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস
আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন (প্রধান পৃষ্ঠপোষক, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ নুরুল হক - আই.এ.এস (চেয়ারম্যান একাডেমিক কাউন্সিল, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ সাহিদ আকবার (সাধারণ সম্পাদক, নাবাবীয়া মিশন)
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফর্ম দেওয়া চলছে। (Online + Offline)
পরীক্ষার তারিখ - ৩ / ১১ / ২০২৪
রবিবার বেলা - ১২ টা
ফর্ম প্রাপ্তিস্থান - মিশন অফিস
www.nababiamission.org
Mob. 9732381000 / 9732086786

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**